রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০১৭ সনের ২৭ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জুলাই ৬, ২০১৭

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৪৪১—৪৬৮
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১০৬৯—১০৯৩
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৪৫—১৪৮
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকরি কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৭৯৭—৮০৪
৭ম খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	২৫
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬) ..... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলীসম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
অধিশাখা-৩ (শুল্ক)
অর্থ মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/৩১ মে ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নং ০৮.০০.০০০০.০৩৮.২৭.০৭৩.১৬-৪৩২—যেহেতু, বি.সি.এস (কাস্টমস এন্ড এক্সাইজ) ক্যাডারের কর্মকর্তা জনাব কাজিয়া সুলতানা, সহকারী কমিশনার, কাস্টম হাউস, আইসিডি (কমলাপুর), ঢাকা এর নির্দেশে গত ০২-০২-২০১৬ তারিখে শুল্কায়ন ব্যতীত একটি ৫৬ ইঞ্চি এল.ই.ডি টেলিভিশন সংরক্ষিত এলাকা থেকে সংশ্লিষ্ট সিএন্ডএফ এর সহায়তায় অবৈধভাবে বের করার অভিযোগ পাওয়া যায়। এর প্রেক্ষিতে উক্ত কাস্টম হাউসের একজন যুগ্ম কমিশনার ও একজন উপ কমিশনার বিষয়টি তদন্ত করেন। শুল্কায়ন ব্যতীত উক্ত এল.ই.ডি টেলিভিশন অবৈধভাবে সংরক্ষিত এলাকা হতে বের করার জন্য উক্ত কর্মকর্তার সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি উত্থাপিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধি ১১ মোতাবেক সরকাররি দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন না করার অভিযোগে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ১১-০২-২০১৬ তারিখের ০৮.০১.০০০০.০১১.০১.০৫৬.১৩(১৪৬) নং আদেশের মাধ্যমে জনাব কাজিয়া সুলতানা, সহকারী কমিশনারকে চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়;

যেহেতু, সরকারের দায়িত্বশীল কাজে নিয়োজিত থেকে তাঁর এহেন কার্যক্রম সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধি ২ এর (এফ) এ বর্ণিত 'অসদাচরণ' (Misconduct) এর সামিল বিধায় তাঁর বিরুদ্ধে একই বিধিমালার ২ (এফ) উপ-বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' (Misconduct) এর অভিযোগ আনয়ন করে ৩১-০৩-২০১৬ তারিখের স্মারক নং ০৮.০০.০০০০.০৩৮.৬৫.০৫৫.১৫.২১৪ এর মাধ্যমে বিভাগীয় মামলা চালু করে অভিযুক্তের নিকট কৈফিয়ত তলব করা হয়। অতঃপর তিনি যথারীতি জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন;

যেহেতু, গত ০৭-০৬-২০১৬ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয় এবং শুনানি তে তার প্রদত্ত বক্তব্য সন্তোষজনক প্রতীয়মান না হওয়ায় উক্ত বিধিমালার ৭ (২) (সি) মোতাবেক তদন্ত কর্মকর্তা

মোঃ মজিবর রহমান, উপপরিচালক (অতিঃ দায়িত্ব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

নিয়োগ করা হয়। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি মর্মে তদন্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত প্রতিবেদনটি বস্তুনিষ্ঠ না হওয়ায় পুনরায় তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। উক্ত তদন্তে কর্মকর্তার দাখিলকৃত প্রতিবেদনেও অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি;

যেহেতু, জনাব কাজিয়া সুলতানা, সহকারী কমিশনার, কাস্টম হাউস, আইসিডি (কমলাপুর), ঢাকা এর নিকট হতে প্রাপ্ত জবাব, গত ০৭-০৬-২০১৬ ও ২১-০৫-২০১৭ তারিখে গৃহীত ব্যক্তিগত শুনানিতে পেশকৃত তথ্য, রাষ্ট্রপক্ষের বক্তব্য এবং তদন্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি বিধায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

সেহেতু, জনাব কাজিয়া সুলতানা, সহকারী কমিশনার, কাস্টম হাউস, আইসিডি (কমলাপুর), ঢাকাকে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদান করে সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়কে কর্মকাল হিসেবে গণ্য করে বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নজিবুর রহমান
সিনিয়র সচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়

অধিগ্রহণ অধিশাখা-০১

এল, এ কেস নং-১৪৭/৮০-৮১

ফরম-ঘ

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ: ৩০ মে ২০১৭ খ্রিঃ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০০৬.১৫-২৩২—যেহেতু, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ০৭-০১-১৯৮১ খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে।

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে, এবং

যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো।

তফসিল

জেলা-কুড়িগ্রাম, উপজেলা-কুড়িগ্রাম সদর, মৌজা-নাজিরা, জে, এল নং-৪০।

খতিয়ান নং	দাগ নং	আংশিক/পূর্ণ	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
৪২৪	১৫৬২	পূর্ণ	০.৫৪০০
৪২৫, ২৮৮, ৪২৬	১৫৬৩	পূর্ণ	০.৭৫০০
৪২৩	১৫৬৪	পূর্ণ	০.৯৬০০
৮৬০	১৫৬৫	পূর্ণ	০.৫৬০০
৪৬৬	১৫৬৬	পূর্ণ	১.৯২০০
৮৬০	১৫৭০	পূর্ণ	০.৫১০০
৪২৫, ২৮৮, ৪২৬	১৫৭১	পূর্ণ	০.৩৫০০
৮৩৮	১৫৭২	পূর্ণ	০.৩৭০০
৪২১	১৫৭৩	পূর্ণ	০.০৬০০
২৪১	১৫৭৪	পূর্ণ	০.৩৯০০
৮৩৬	১৫৭৫	পূর্ণ	০.৮৮০০
৮৩৬	১৫৭৬	পূর্ণ	০.৩৮০০
৮৭১	১৫৭৭	পূর্ণ	০.১৪০০
৮৩৬, ৮৩৭	১৫৭৮	পূর্ণ	০.৩২০০
২৮৮	১৫৭৯	পূর্ণ	০.৪৮০০
৮৭১	১৭০৭	পূর্ণ	০.২১০০
১৩৭	১৫৮০	পূর্ণ	০.৪০০০
৫৫৪	১৬৫০	পূর্ণ	০.১৬০০
৫৫৪	১৬৫২	পূর্ণ	০.৬১০০
৮৩৬, ৮৩৭	১৬৫৩	পূর্ণ	০.১৪০০
২৮৮	১৬৫৪	পূর্ণ	০.৩৫০০
৫৫৪	১৬৪৯	পূর্ণ	০.১৭০০
৪২৫, ২৮৮, ৪২৬	১৫৪৭	আংশিক	০.৩৭০০
৪২১	১৫৬১	আংশিক	০.৩৭০০
৮৬১	১৫৬৪	আংশিক	০.৩৯০০
২৮৫	১৫৬৯	আংশিক	০.৪৮০০
৪২১, ৫৩৪	১৫৮৩	আংশিক	১.২০০০
৪৭৮	১৬৫৫	আংশিক	০.৬৪০০
৮৭১	১৬৫৬	আংশিক	০.৬৪০০
৮৭২	১৬৯৬	আংশিক	০.০৬০০
৮৭২	১৬৯৭	আংশিক	০.৪৬০০
৫৫৪	১৬৪৮	আংশিক	০.০৮০০
		মোট	১৫.৩৪০০ একর

জমির নক্সা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মির্জা তারিক হিকমত
উপসচিব।

এল, এ কেস নং-৮৮/৭৮-৭৯

ফরম-ঘ

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ: ৩০ মে ২০১৭ খ্রিঃ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০০৬.১৫-২৩২—যেহেতু, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ০৫-০২-১৯৭৯ খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে।

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে, এবং

যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো।

তফসিল

জেলা-কুড়িগ্রাম, উপজেলা-উলিপুর, মৌজা-সাদুয়া দামারহাট, জে, এল নং-১২৭।

খতিয়ান নং	দাগ নং	আংশিক/পূর্ণ	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
৪৫৭, ৪৫৯	৫০১	আংশিক	১.৬৬০০
৪৫৯	৫০২	আংশিক	০.৩৮০০
৪৫৭, ৪৫৯	৫০৩	পূর্ণ	০.২০০০
৪৫৯	৫০৪	আংশিক	০.০৭০০
৪৫৭, ৪৫৯	৫০৫	আংশিক	০.৫০০০
৪৬৮	৫২৫	আংশিক	০.৬৪০০
৫৭৫	৫২৬	আংশিক	০.১৮০০
৫৫৭	৫২৭	পূর্ণ	০.১৭০০
৫৭৫	৫২৮	আংশিক	০.৬৬০০
৫৫৭	৫২৯	আংশিক	০.০৬০০
৪৫৬	৫৩০	আংশিক	০.২২০০
১/অংশ	৫৩১	আংশিক	০.০১০০
৫৬৯	৫৩৪	আংশিক	১.১৮০০
৮৬৩	৫৩৫	আংশিক	০.২২০০
৫৯৫	৫৩৭	আংশিক	০.০৮০০
৫৯৪	৫৩৮	আংশিক	০.০৩০০
৫৯৭	৫৩৯	আংশিক	০.৭৬০০
৬০০	৫৪০	আংশিক	০.৩০০০
৫২৭	৫৪১	আংশিক	০.০৩০০
৫২৭	৫৪২	পূর্ণ	০.২১০০
৫৯৯	৫৪৩	পূর্ণ	০.১৮০০
১/অংশ	৫৫২	পূর্ণ	০.০২০০
৫৯৮	৫৪৪	আংশিক	০.১৮০০
৫২৭	৫৪৫	পূর্ণ	০.২০০০
১/অংশ	৫৪৬	পূর্ণ	০.৩২০০
১/অংশ	৫৪৭	আংশিক	০.১৬০০
৮৫৫	৫৫৪	আংশিক	০.৪৪০০
৫৭০	৫৫৬	আংশিক	০.১৮০০
৪৬৪	৬০৮	আংশিক	০.০৪০০
১/অংশ	৬১১	আংশিক	০.০৬০০
৮৫১	৬১২	আংশিক	১.২০০০
৮৫১	৬১৩	আংশিক	০.৩৪০০
১/অংশ	৬১৪	আংশিক	০.০৪০০
৫৪	৭১৮	আংশিক	০.০৩০০
৫৪	৭৩৪	আংশিক	০.০২০০
৫৪	৭৩৫	পূর্ণ	০.২০০০
৮১	৭৩৬	আংশিক	০.১৪০০
০৮	৭৩৮	আংশিক	০.০১০০
১৭২	৭৩৯	পূর্ণ	০.২১০০
৮৫২	৭৪০	পূর্ণ	০.১৬০০
৮৫২	৭৪১	আংশিক	০.১০০০
৮৫২	৭৪২	পূর্ণ	০.১৩০০
৫৪	৭৪৩	আংশিক	০.৩০০০
১/অংশ	৭৪৪	আংশিক	০.০৪০০
১৭৫	৭৪৫	আংশিক	০.১৬০০
১৭৫	৭৪৬	পূর্ণ	০.১৮০০
৬৭৫	৭৪৭	পূর্ণ	০.৩৯০০
০৮	৭৪৮	আংশিক	০.১৪০০
৮৫২	৭৪৯	পূর্ণ	০.১৪০০
৮৫২	৭৫০	আংশিক	০.০৭০০
৮৫২	৭৫১	আংশিক	০.০৪০০
১/অংশ	৭৫২	আংশিক	০.০১০০
৯৬	৭৫৮	আংশিক	০.০৭০০
১১২	৭৫৯	আংশিক	০.০৫০০
১০৮	৭৬০	পূর্ণ	০.০৬০০
১২২	৭৬১	পূর্ণ	০.১৪০০
১১৮	৭৬২	আংশিক	০.১০০০

খতিয়ান নং	দাগ নং	আংশিক/পূর্ণ	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
১০৯	৭৬৩	আংশিক	০.০৮০০
১৯২	৭৬৪	পূর্ণ	০.৫১০০
১৯২	৭৬৫	আংশিক	০.৪২০০
১১৭	৭৬৬	আংশিক	০.০১০০
১১৩	৭৬৭	আংশিক	০.০৯০০
৭৮৯	৮০৩	আংশিক	০.০৬০০
৭৮৯	৮০৪	আংশিক	০.০৬০০
১/অংশ	৮০৫	আংশিক	০.০২০০
১/অংশ	৮২৮	আংশিক	০.০১০০
১/অংশ	৮৩০	আংশিক	০.০৬০০
৮৬৩	৮৩১	পূর্ণ	০.০৬০০
৮৬৩	৮৩২	পূর্ণ	০.০৮০০
১/অংশ	৮৩৩	পূর্ণ	০.০৩০০
১/অংশ	৮৩৪	পূর্ণ	০.০৩০০
৮৬৩	৮৩৫	আংশিক	০.১০০০
১/অংশ	৮৩৬	আংশিক	০.০২০০
১/অংশ	৮৩৭	আংশিক	০.০৪০০
৮৬৩	৯৯৯	আংশিক	০.১০০০
৫১০	১০০০	আংশিক	০.১০০০
৫০৮, ৫০৯	১০০৩	আংশিক	০.৪০০০
৪৮২	১০০৫	আংশিক	০.৬৪০০
৪৮২	১০০৬	আংশিক	০.০৯০০
৪১১	১০০৭	আংশিক	০.৫৪০০
৪৮২	১০০৮	আংশিক	০.৫২০০
৫০০, ৫০১	১০০৯	আংশিক	০.৩৪০০
১/অংশ	১০১০	পূর্ণ	০.১৫০০
৫১০	১০১১	পূর্ণ	০.৩২০০
৪৪৯	১০১২	আংশিক	০.২৬০০
৪৪৯	১০১৩	পূর্ণ	০.০৬০০
৪৮৫	১০১৪	পূর্ণ	০.০৬০০
৪৯৮	১০১৫	আংশিক	০.০৩০০
৪৯৮	১০১৬	আংশিক	০.০৬০০
৫০৮	১০১৭	আংশিক	০.০৫০০
৯৭	১০২০	আংশিক	০.০৬০০
৪৯৪	১০২১	আংশিক	০.২৮০০
৪৯৫	১০২২	আংশিক	০.৩৪০০
৪১১	১০২৩	আংশিক	০.০৪০০
৪৯৬	১০২৪	আংশিক	০.১০০০
০৮	১৪৪৯	আংশিক	০.২০০০
৪৯৯	১৪৫০	পূর্ণ	০.৩৮০০
৫১১	১৪৫১	আংশিক	০.২৭০০
২৯৫	১৪৫২	পূর্ণ	০.১৮০০
৫১১	১৪৫৩	আংশিক	০.০৬০০
৩০১, ৩০৩	১৪৬৫	আংশিক	০.২২০০
৪৭৫	২৭৩৪	আংশিক	০.৩০০০
		মোট	২১.৬৪০০ একর

জমির নক্সা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মির্জা তারিক হিকমত
উপসচিব।

এল, এ কেস নং-২৩/১৯৭৫-১৯৭৬
ফরম-ঘ
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ: ৩০ মে ২০১৭ খ্রিঃ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০০৬.১৫-২৩২—যেহেতু, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২০-০৩-১৯৭৬ খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে।

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে, এবং

যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো।

তফসিল

জেলা-কুড়িগ্রাম, উপজেলা-চিলমারী, মৌজা-পাত্রখাতা, জে, এল নং-১৫।

খতিয়ান নং	দাগ নং	আংশিক/পূর্ণ	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
২৫৭	২৬০০	আংশিক	০.৪৭০০
২৪৭	২৬০১	আংশিক	০.৪৮০০

খতিয়ান নং	দাগ নং	আংশিক/পূর্ণ	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
২৬৫	২৬০২	আংশিক	০.০৪০০
২৪৯	২৬০৪	পূর্ণ	০.১৬০০
২৭০	২৬০৫	পূর্ণ	০.১৯০০
২৬৭	২৬০৬	পূর্ণ	০.৫৫০০
২৭১	২০০৯	পূর্ণ	০.০৬০০
২৭১	২৬১০	পূর্ণ	০.০৯০০
২৬৮	২৬১১	পূর্ণ	০.০৫০০
২৭৮	২৬১২	পূর্ণ	০.০৬০০
২৭৭	২৬১৩	পূর্ণ	০.১৬০০
২৭৭	২৬১৪	পূর্ণ	০.০৭০০
২৭০	২৬১৫	পূর্ণ	০.১০০০
২৭০	২৬১৬	পূর্ণ	০.২৩০০
২৭০	২৬১৭	পূর্ণ	০.১১০০
২৭০	২৬২৬	পূর্ণ	০.৩৭০০
২৭৯	২৬২৭	পূর্ণ	০.০৩০০
২৭৭	২৬২৮	পূর্ণ	০.০২০০
২৬৯	২৬২৯	আংশিক	০.১৪০০
২৬৯	২৬৩০	আংশিক	০.১৩০০
২৬৯	২৬৩১	আংশিক	০.১৩০০
২৬২	২৬৩২	আংশিক	০.৩৮০০
২৬৯	২৬৩৩	আংশিক	০.২২০০
২৬৯	২৬৩৪	আংশিক	০.১৭০০
২৬৯	২৬৩৫	আংশিক	০.১৭০০
২৭৩	২৬৩৬	আংশিক	০.১৮০০
		মোট	৪.৭৫০ একর

জমির নক্সা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মির্জা তারিক হিকমত
উপসচিব।

এল, এ কেস নং-৮২/১৯৭৮-১৯৭৯

ফরম-ঘ

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ: ৩০ মে ২০১৭ খ্রিঃ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০০৬.১৫-২৩২—যেহেতু, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২৭-০২-১৯৭৯ খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে।

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে, এবং

যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো।

তফসিল

জেলা-কুড়িগ্রাম, উপজেলা-উলিপুর, মৌজা-চতুরা, জে, এল নং-০২।

খতিয়ান নং	দাগ নং	আংশিক/পূর্ণ	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
৫২৪	১৩৪৯	আংশিক	০.৫০০০
৬৬৬	১৩৪৮	আংশিক	০.২৮০০
২০৫	১৩৪৭	আংশিক	০.১৫০০
৬৬৭	১৩৪৪	আংশিক	০.১০০০
৬৬৭	১৩৪৫	পূর্ণ	০.১০০০
২০৫	১৩৪৬	পূর্ণ	০.২৯০০
৫১৮	১৩৪৩	আংশিক	০.১০০০
২১২	১৩৩৮	আংশিক	০.১৯০০
৬৬৫	১৩৪২	আংশিক	০.০৪০০
১৭৪	১৩৩৯	পূর্ণ	০.০৭০০
২৪২	১৩৩৬	আংশিক	০.০৪০০
৫১৮	১৩৪১	আংশিক	০.০১০০
৪১৭	১৩৪০	পূর্ণ	০.২৩০০
৪১৭	১৩৩৫	আংশিক	০.০৮০০
৬১৫	১৩৩৪	আংশিক	০.৪২০০
২০৬	১৩৫২	আংশিক	০.০১০০
		মোট	২.৬১০০ একর

জমির নক্সা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মির্জা তারিক হিকমত
উপসচিব।

এল, এ কেস নং-৭৪/৭৭-৭৮

ফরম-ঘ

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ: ৩০ মে ২০১৭ খ্রি:

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০০৬.১৫-২৩২—যেহেতু, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২৩-০৫-৭৮ খ্রি: তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে।

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে, এবং

যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো:

তফসিল

জেলা-কুড়িগ্রাম, উপজেলা-উলিপুর, মৌজা-উলিপুর, জে, এল নং-১০৮।

খতিয়ান নং	দাগ নং	আংশিক/পূর্ণ	দাগের মোট জমির পরিমাণ (একরে)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
২৭৯	৬৪২	আংশিক	০.৩৯০০	০.২৬৫০
২৯৩	৬৪৩	পূর্ণ	০.২০০০	০.২০০০
২৯০	৬৪৫	পূর্ণ	০.৩০০০	০.৩০০০
			মোট =	০.৭৬৫০ একর

জমির নক্সা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মির্জা তারিক হিকমত
উপসচিব।

এল, এ কেস নং-২৫/৭৬-৭৭

ফরম-ঘ

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ: ৩০ মে ২০১৭ খ্রি:

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০০৬.১৫-২৩২—যেহেতু, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২৩-১০-৭৭ খ্রি: তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে।

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে, এবং

যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো:

তফসিল

জেলা-কুড়িগ্রাম, উপজেলা-কুড়িগ্রাম সদর, মৌজা-কিসামত মালভাঙ্গা, জে, এল নং-৩৭।

খতিয়ান নং	দাগ নং	আংশিক/পূর্ণ	দাগের মোট জমির পরিমাণ (একরে)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
১০৯, ১১০	১০১	আংশিক	০.৪৬০০	০.০২০০
১০৮, ১১২	১০২	আংশিক	০.৫০০০	০.০৭০০

খতিয়ান নং	দাগ নং	আংশিক/পূর্ণ	দাগের মোট জমির পরিমাণ (একরে)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
১০৪	১০৩	আংশিক	০.২৩০০	০.০৩০০
৩২১	১০৪	আংশিক	০.১৮০০	০.১০০০
৬৪৬	৪২৭	আংশিক	০.১৬০০	০.১৩০০
১৯৫, ১৯৬	৩৪৫	আংশিক	০.০৬০০	০.০১০০
২০৩	৩৪৬	পূর্ণ	০.০৬০০	০.০৬০০
১৯৫, ১৯৬	৩৪৭	আংশিক	০.৩৫০০	০.৩৫০০
২৯৮	৩৪৮	আংশিক	০.২৪০০	০.০৫০০
৪৪৬	৩৪৯	আংশিক	১.৩০০০	০.৮২০০
৪৩২	৩৫০	আংশিক	২.৫০০	১.০৫০০
২৯১, ২৯২	৩৫১	আংশিক	০.৯২০০	০.৫৮০০
৫০৫	৩৫২	পূর্ণ	০.০৬০০	০.০৬০০
৫০৪	৩৫৪	আংশিক	০.১৩০০	০.১৩০০
১৪৯	৩৫৩	আংশিক	০.৭৬০০	০.৬৮০০
১০৫	৩৫৮	আংশিক	০.১৮০০	০.১২০০
৬৪৯	৩৫৯	পূর্ণ	০.৩৪০০	০.৩৪০০
৪৪৯	৩৬০	আংশিক	০.১৭০০	০.১২০০
৬২৯	৩৬৩	আংশিক	০.১৬০০	০.১২০০
৪৬২	৩৬৪	আংশিক	০.০৭০০	০.০৫০০
৪৬২	৩৬৫	পূর্ণ	০.২৮০০	০.২৮০০
৫০৩	৩৬৬	আংশিক	০.১৭০০	০.০৮০০
৪৮৫, ৪৯২	৩৬৭	আংশিক	০.১৪০০	০.১৪০০
৪৯২	৩৬৮	আংশিক	০.০৯০০	০.০৫০০
	৩৬৯	আংশিক		০.০১০০
৪৯২	৩৭১	আংশিক	০.১৯০০	০.০২০০
৪৮৬	৩৭২	আংশিক	০.৩৭০০	০.০১০০
২৭, ৫৪, ১৪, ১৩, ৪৮, ৪৫, ৪৬, ৬৬৫	৩৩৯	আংশিক	৬.৫০০০	৫.০০০০
৪৮৩	৩৮৭	আংশিক	০.৫৩০০	০.৩১০০
৩০১	৩৮৮	আংশিক	০.৪৪০০	০.১৪০০
৩০০	৩৮৯	পূর্ণ	০.৪৬০০	০.৪৬০০
২৩২	৩৯১	আংশিক	০.৪৬০০	০.৩৬০০
৩০২	৩৯২	আংশিক	০.০৬০০	০.০৪০০
৪৫২	৩৯৭	আংশিক	০.৪৬০০	০.২০০০
৪৬৫	৩৯৮	পূর্ণ	০.৩৬০০	০.৩৬০০
২৩২	৩৯৯	আংশিক	০.১১০০	০.১১০০
৫০৮	১০৮৫	আংশিক	০.৩৩০০	০.০১০০
৫১১	১০৮৭	আংশিক	০.৩৭০০	০.২২০০
৪৯৭	১০৮৮	আংশিক	০.৪৪০০	০.২০০০
৫০৮	১০৮৬	আংশিক	১.১২০০	০.০৩০০

খতিয়ান নং	দাগ নং	আংশিক/পূর্ণ	দাগের মোট জমির পরিমাণ (একরে)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
৪৯৭	১০৯৫	পূর্ণ	০.৫০০০	০.৫০০০
৬৬৪	১০৯৬	আংশিক	০.৯৪০০	০.০৬০০
২৯৮	১০৯৯	আংশিক	০.৫২০০	০.৪০০০
৪৭৪	১১০০	আংশিক	০.৩২০০	০.০৪০০
৪৯৬	১৩২৩	আংশিক	০.১৪০০	০.১০০০
৪৯৬	১৩২৪	আংশিক	০.১৭০০	০.০৪০০
৫৩৮	১৩২৫	পূর্ণ	০.১৬০০	০.১৬০০
৫৩৭	১৩২৬	আংশিক	০.২৪০০	০.১২০০
৪৯৫	১৫৮০	আংশিক	০.৪৩০০	০.১২০০
৪৬৬	১৩০৬	আংশিক	০.২৬০০	০.২০০০
৪৭৮, ৪৭৫	১৩০৭	পূর্ণ	০.১৪০০	০.১৪০০
৪৭৪, ৪৭৭	১৩০৮	আংশিক	০.৩৭০০	০.১৬০০
৪৬২	১৩০৯	আংশিক	০.৩৬০০	০.২৮০০
৪৬৮	১৩০৩	আংশিক	০.২৬০০	০.০২০০
৫৫৭	১৩০২	আংশিক	০.৫০০০	০.৩২০০
৫৫২	১১২০	আংশিক	০.১৮০০	০.১২০০
৫৫১	১৩০১	আংশিক	০.৪৩০০	০.১৪০০
৪৬৯	১৩০০	আংশিক	০.৩৯০০	০.৩০০০
৪৫২	১১২১	আংশিক	০.৭৩০০	০.০১০০
১৫০	১১২২	আংশিক	০.৮৩০০	০.৫০০০
১৮২	১১২৩	আংশিক	০.৬৯০০	০.৬০০০
১৮৫	১২৯৯	আংশিক	০.৪৩০০	০.০৩০০
২৩০	১২২৪	আংশিক	০.৫৫০০	০.১২০০
৫৫১	১১৩৫	পূর্ণ	০.৪০০০	০.৪০০০
৪৬১	১১৩৬	পূর্ণ	০.৩৪০০	০.৩৪০০
৪৫০	১১৩৭	আংশিক	২.০৭০০	০.৩১০০
৫৫৯	১১৩৯	আংশিক	০.৪১০০	০.০৬০০
৪৭৬, ৪৭৫	১১৩৪	আংশিক	০.৩৯০০	০.০৭০০
১৬২	১২২০	আংশিক	০.০৭০০	০.০১০০
১৬২	১২১৯	আংশিক	০.০৯০০	০.০৭০০
৩৮৯	১২১৮	পূর্ণ	০.১৩০০	০.১৩০০
১৬৬	১২১৭	আংশিক	০.১৯০০	০.১৬০০
১৬৬, ১৬৮	১২১৬	আংশিক	০.৩৯০০	০.২৪০০
৬৭	১২১৫	আংশিক	০.২৪০০	০.১৪০০
৬৯	১২১৪	আংশিক	০.৪১০০	০.১২০০
৬৯	১২১৩	আংশিক	০.৩৬০০	০.১১০০
৩৯১	১২১২	আংশিক	০.৪৯০০	০.১৫০০
৩৮৪	১২১১	পূর্ণ	০.২১০০	০.২১০০

খতিয়ান নং	দাগ নং	আংশিক/পূর্ণ	দাগের মোট জমির পরিমাণ (একরে)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
৩৮৪	১২১০	আংশিক	০.২৬০০	০.১১০০
৩৮৯	১২০৯	আংশিক	০.৪৩০০	০.০২০০
৩৮৮	১২০৮	আংশিক	০.১৭০০	০.১২০০
৩৮৯	১২০৭	পূর্ণ	০.১৭০০	০.১৭০০
৩৭৯	১২৩৯	আংশিক	০.৩১০০	০.১৫০০
৩৪৪	১২৪০	আংশিক	০.৮৮০০	০.২৮০০
১৬৩	১১৭১	আংশিক	১.২১০০	০.০৭০০
			মোট =	২০.৮৪০০ একর

জমির নক্সা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মির্জা তারিক হিকমত
উপসচিব।

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/১১ জুন ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৬৮.০২৩.১৬-২৩৭—১৩৮/৬১-৬২ নং এল, এ কেসের আওতায় হুকুম দখলকৃত ঢাকা জেলার বাড্ডা থানার ভাটারা মৌজার জে. এল নং-২৯৪, সি, এস বিভিন্ন দাগের নিম্ন তফসিলভুক্ত মোট ৩১১.২৪ (তিনশত এগার দশমিক দুই চার) একর জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত ২০০৬ সালের ০৭ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ গেজেটের ৩৬ নং সংখ্যার (১ম খণ্ড) ৪৮৯ থেকে ৪৯৬ নং পৃষ্ঠায় প্রকাশিত গেজেটটি The Town Improvement Act, 1953-এর ৯৩(এ) ৪(এইচ) ধারা উল্লেখ করে প্রকাশ করা হয়েছে। The Town Improvement Act, 1953-এর উক্ত ধারাটি গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পূর্বে ১৯৮৭ সালে Act No. 1953 XXIX of 1987 দ্বারা বিলুপ্ত হওয়ায় লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের মতামত অনুযায়ী ২০০৬ সালের ০৭ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ গেজেটের ৩৬ নং সংখ্যার (১ম খণ্ড) ৪৮৯ থেকে ৪৯৬ নং পৃষ্ঠায় প্রকাশিত গেজেটটি বাতিল ঘোষণা করা হলো।

বাতিল তফসিল

মৌজা-ভাটারা, জে এল নম্বর-২৯৪, থানা-বাড্ডা, জেলা-ঢাকা।

সি.এস. দাগ নং	মোট জমি (একর)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
৭৯ অংশ	০.৬৯	০.১৭২২
৮০ পূর্ণ	০.২২	০.২২
৮১ ,,	০.৮১	০.৮১
৮২ ,,	৩.৪৫	৩.৪৫
৮৩ ,,	০.১২	০.১২
৮৪ ,,	০.২৮	০.২৮
৮৫ ,,	০.৬০	০.৬০
৮৬ পূর্ণ	০.৩৯	০.৩৯
৮৭ ,,	০.৪৭	০.৪৭
৮৮ ,,	০.২৫	০.২৫
৮৯ ,,	০.১৭	০.১৭
৯০ ,,	০.৭০	০.৭০
৯১ ,,	০.২৮	০.২৮
১৫৭ ,,	১.২৩	১.২৩
১৫৮ ,,	০.২৫	০.২৫
১৫৯ ,,	০.২৭	০.২৭
১৬০ ,,	০.২৫	০.২৫
১৬১ ,,	০.২৪	০.২৪
১৬২ ,,	০.৪৪	০.৪৪
১৬৩ ,,	০.৩৩	০.৩৩
১৬৪ ,,	০.২৭	০.২৭
১৬৫ ,,	০.৪৩	০.৪৩
১৬৬ ,,	০.২৬	০.২৬
১৬৭ ,,	০.২৪	০.২৪
১৬৮ ,,	০.১৯	০.১৯
১৬৯ ,,	০.৪৬	০.৪৬
১৭০ ,,	০.৩২	০.৩২
১৭১ ,,	০.১২	০.১২
১৭২ ,,	০.১১	০.১১
১৭৩ ,,	০.১৪	০.১৪

সি.এস. দাগ নং	মোট জমি (একর)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
১৭৪ পূর্ণ	০.৩১	০.৩১
১৭৫ ,,	২.৫১	২.৫১
১৭৬ ,,	০.৩১	০.৩১
১৭৭ ,,	০.১৯	০.১৯
১৭৮ ,,	০.০৯	০.০৯
১৭৯ ,,	০.১৯	০.১৯
১৮০ ,,	০.১০	০.১০
১৮১ ,,	০.২৫	০.২৫
১৮২ ,,	০.১৯	০.১৯
১৮৩ ,,	৫.১৯	৫.১৯
১৮৪ ,,	০.১৫	০.১৫
১৮৫ ,,	০.২১	০.২১
১৮৬ ,,	০.১০	০.১০
১৮৭ ,,	০.২৬	০.২৬
১৮৮ ,,	০.৪২	০.৪২
১৮৯ ,,	০.৪০	০.৪০
১৯০ ,,	০.০৯	০.০৯
১৯১ ,,	০.৬৩	০.৬৩
১৯২ ,,	০.২৬	০.২৬
১৯৩ ,,	০.১২	০.১২
১৯৪ ,,	০.১৪	০.১৪
১৯৫ ,,	০.২৬	০.২৬
১৯৬ ,,	০.২৪	০.২৪
১৯৭ ,,	০.১৯	০.১৯
১৯৮ ,,	০.১৫	০.১৫
১৯৯ ,,	০.১৬	০.১৬
২০০ ,,	০.৩১	০.৩১
২০১ ,,	০.৫৭	০.৫৭
২০২ ,,	০.১৪	০.১৪
২০৩ ,,	০.০৮	০.০৮
২০৪ ,,	০.২৯	০.২৯
২০৫ ,,	০.১৯	০.১৯
২০৬ ,,	০.৩৩	০.৩৩
২০৭ ,,	০.২০	০.২০
২০৮ ,,	০.৪৩	০.৪৩
২০৯ ,,	২.৬৪	২.৬৪
২১০ ,,	১.২৯	১.২৯
২১১ ,,	০.৭৮	০.৭৮
২১২ ,,	০.৭৯	০.৭৯

সি.এস. দাগ নং	মোট জমি (একর)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
২১৩ পূর্ণ	১.১৫	১.১৫
২১৪ ,,	০.৮১	০.৮১
২১৫ ,,	০.৭৮	০.৭৮
২১৬ ,,	০.৩৭	০.৩৭
২১৭ ,,	০.৯২	০.৯২
২১৮ ,,	০.২৩	০.২৩
২১৯ ,,	০.২৪	০.২৪
২২০ ,,	১.৫৪	১.৫৪
২২১ ,,	০.২৬	০.২৬
২২২ ,,	০.৩১	০.৩১
২২৩ ,,	০.১৬	০.১৬
২২৪ ,,	০.৭২	০.৭২
২২৫ ,,	১.৮০	১.৮০
২২৬ ,,	০.২২	০.২২
২২৭ ,,	০.৪৮	০.৪৮
২২৮ ,,	০.২৭	০.২৭
২২৯ ,,	০.২৬	০.২৬
২৩০ ,,	০.২৩	০.২৩
২৩১ ,,	০.১৯	০.১৯
২৩২ ,,	০.৪৭	০.৪৭
২৩৩ ,,	০.৩৩	০.৩৩
২৩৪ ,,	১.৩৯	১.৩৯
২৩৫ ,,	০.১৬	০.১৬
২৩৬ ,,	০.১৯	০.১৯
২৩৭ ,,	৪.৮২	৪.৮২
২৩৮ ,,	০.২১	০.২১
২৩৯ ,,	০.৩৫	০.৩৫
২৪০ ,,	০.১০	০.১০
২৪১ ,,	০.৭৬	০.৭৬
২৪২ ,,	০.১৮	০.১৮
২৪৩ ,,	০.৩৫	০.৩৫
২৪৪ ,,	০.৩৫	০.৩৫
২৪৫ ,,	০.৯৮	০.৯৮
২৪৬ ,,	০.১৩	০.১৩
২৪৭ ,,	০.৫১	০.৫১
২৪৮ ,,	০.২১	০.২১
২৪৯ ,,	০.০৭	০.০৭
২৫০ ,,	০.০৯	০.০৯
২৫১ ,,	০.৩৭	০.৩৭

সি.এস. দাগ নং	মোট জমি (একর)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
২৫২ পূর্ণ	০.০৬	০.০৬
২৫৩ ,,	০.১৬	০.১৬
২৫৪ ,,	০.০৭	০.০৭
২৫৫ ,,	০.২০	০.২০
২৫৬ ,,	১.১৮	১.১৮
২৫৭ ,,	০.১৪	০.১৪
২৫৮ ,,	০.৭৮	০.৭৮
২৫৯ ,,	০.৮৬	০.৮৬
২৬০ ,,	০.১২	০.১২
২৬১ ,,	০.৯৬	০.৯৬
২৬২ ,,	১.০৯	১.০৯
২৬৩ ,,	০.৫৬	০.৫৬
২৬৪ ,,	১.০৮	১.০৮
২৬৫ ,,	০.৫১	০.৫১
২৬৬ ,,	০.২৩	০.২৩
২৬৭ ,,	০.১৪	০.১৪
২৬৮ ,,	০.১৯	০.১৯
২৬৯ ,,	০.২৫	০.২৫
২৭০ ,,	০.১৫	০.১৫
২৭১ ,,	০.৪০	০.৪০
২৭২ ,,	০.০৮	০.০৮
২৭৩ ,,	০.২১	০.২১
২৭৪ ,,	০.১৪	০.১৪
২৭৫ ,,	১.৩৫	১.৩৫
২৭৬ ,,	০.৪০	০.৪০
২৭৭ ,,	০.৮০	০.৮০
২৭৮ ,,	০.৬২	০.৬২
২৭৯ ,,	০.১৮	০.১৮
২৮০ ,,	০.১৭	০.১৭
২৮১ ,,	২.২৬	২.২৬
২৮২ ,,	০.২৬	০.২৬
২৮৩ ,,	০.৪৩	০.৪৩
২৮৪ ,,	০.৩০	০.৩০
২৮৫ ,,	০.৩০	০.৩০
২৮৬ ,,	০.৪০	০.৪০
২৮৭ ,,	০.২৩	০.২৩
২৮৮ ,,	০.৫০	০.৫০
২৮৯ ,,	০.৩১	০.৩১
২৯০ ,,	০.৩৮	০.৩৮

সি.এস. দাগ নং	মোট জমি (একর)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
২৯১ পূর্ণ	০.০৭	০.০৭
২৯২ ,,	০.৬৭	০.৬৭
২৯৩ ,,	০.১৭	০.১৭
২৯৪ ,,	০.২৪	০.২৪
২৯৫ ,,	০.৩৪	০.৩৪
২৯৬ ,,	০.১১	০.১১
২৯৭ ,,	০.১৬	০.১৬
২৯৮ ,,	০.০৬	০.০৬
২৯৯ ,,	০.৫৫	০.৫৫
৩০০ ,,	০.৩৬	০.৩৬
৩০১ ,,	০.৩২	০.৩২
৩০২ ,,	০.৫৬	০.৫৬
৩০৩ ,,	০.১৫	০.১৫
৩০৪ ,,	০.৪১	০.৪১
৩০৫ ,,	০.১৯	০.১৯
৩০৬ ,,	০.১৮	০.১৮
৩০৭ ,,	০.৩১	০.৩১
৩০৮ ,,	০.৭১	০.৭১
৩০৯ ,,	০.৩৪	০.৩৪
৩১০ ,,	০.১২	০.১২
৩১১ ,,	০.৫৬	০.৫৬
৩১২ ,,	০.১৬	০.১৬
৩১৩ ,,	০.৩৫	০.৩৫
৩১৪ ,,	০.৩৬	০.৩৬
৩১৫ ,,	০.৪৯	০.৪৯
৩১৬ ,,	০.৩৩	০.৩৩
৩১৭ ,,	০.৭৬	০.৭৬
৩১৮ ,,	০.৩০	০.৩০
৩১৯ ,,	০.৪৫	০.৪৫
৩২০ ,,	০.৪৯	০.৪৯
৩২১ ,,	০.৫৪	০.৫৪
৩২২ ,,	২.৪১	২.৪১
৩২৩ ,,	০.১৮	০.১৮
৩২৪ ,,	০.১৬	০.১৬
৩২৫ ,,	০.২০	০.২০
৩২৬ ,,	০.২৪	০.২৪
৩২৭ ,,	০.৩৯	০.৩৯
৩২৮ ,,	০.৫৩	০.৫৩
৩২৯ ,,	০.৭৭	০.৭৭

সি.এস. দাগ নং	মোট জমি (একর)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
৩৩০ পূর্ণ	০.৫৬	০.৫৬
৩৩১ ,,	০.৬৭	০.৬৭
৩৩২ ,,	০.১৯	০.১৯
৩৩৩ ,,	২.১৯	২.১৯
৩৩৪ ,,	০.২৪	০.২৪
৩৩৫ ,,	০.০৯	০.০৯
৩৩৬ ,,	০.০৬	০.০৬
৩৩৭ ,,	০.১২	০.১২
৩৩৮ ,,	০.২২	০.২২
৩৩৯ ,,	০.২৪	০.২৪
৩৪০ ,,	০.২৩	০.২৩
৩৪১ ,,	০.২৩	০.২৩
৩৪২ ,,	০.২৪	০.২৪
৩৪৩ ,,	০.৯২	০.৯২
৩৪৪ ,,	০.৭৭	০.৭৭
৩৪৫ ,,	১.০০	১.০০
৩৪৬ ,,	০.২৫	০.২৫
৩৪৭ ,,	০.২৫	০.২৫
৩৪৮ ,,	০.৩৪	০.৩৪
৩৪৯ অংশ	০.৮৫	০.৮৫
৩৫০ ,,	০.৩৫	০.৩৫
৩৫১ ,,	০.০৮	০.০৮
৩৫২ ,,	০.০৯	০.০৯
৩৫৩ ,,	০.৩২	০.৩২
৩৫৪ ,,	০.৬০	০.৬০
৩৫৫ অংশ	০.৬৩	০.৩৮
৩৫৬ ,,	০.৫৯	০.৩২৬৮
৩৫৭ ,,	০.৬২	০.৫০
৩৫৮ পূর্ণ	০.৩৯	০.৩৯
৩৫৯ ,,	০.২২	০.২২
৩৬০ ,,	০.২৯	০.২৯
৩৬১ ,,	০.৭১	০.৭১
৩৬২ ,,	০.৭০	০.৭০
৩৬৩ ,,	০.২৫	০.২৫
৩৬৪ ,,	০.২৬	০.২৬
৩৬৫ ,,	০.১৮	০.১৮
৩৬৬ ,,	০.১৬	০.১৬
৩৬৭ ,,	০.১৫	০.১৫
৩৬৮ ,,	০.৪৯	০.৪৯
৩৬৯ ,,	০.২২	০.২২

সি.এস. দাগ নং	মোট জমি (একর)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
৩৭০ পূর্ণ	০.২২	০.২২
৩৭১ ,,	০.২৭	০.২৭
৩৭২ ,,	০.৩১	০.৩১
৩৭৩ ,,	০.৮৬	০.৮৬
৩৭৪ ,,	১.০৮	১.০৮
৩৭৫ ,,	০.২২	০.২২
৩৭৬ ,,	০.২৬	০.২৬
৩৭৭ ,,	০.১৮	০.১৮
৩৭৮ ,,	১.২২	১.২২
৩৭৯ ,,	২.৯০	২.৯০
৩৮০ ,,	০.১৪	০.১৪
৩৮১ ,,	০.১৬	০.১৬
৩৮২ ,,	০.৫৬	০.৫৬
৩৮৩ ,,	০.২১	০.২১
৩৮৪ ,,	০.২২	০.২২
৩৮৫ ,,	০.৯৭	০.৯৭
৩৮৬ ,,	০.১৩	০.১৩
৩৮৭ ,,	০.৩১	০.৩১
৩৮৮ ,,	০.২৬	০.২৬
৩৮৯ অংশ	০.৮২	০.৩৭
৪০৯ ,,	০.১৪	০.০৩১০
৪১০ ,,	০.২২	০.০০৫০
৪১২ ,,	০.৪২	০.০৫
৪১৩ ,,	১.১২	০.৬৬
৭১০ ,,	০.৯৬	০.০১১০
৭১১ পূর্ণ	০.৭৬	০.৩২
৭১২ ,,	৩.০৪	০.৪৫
৭২০ ,,	৩.১৭	২.১৩
৭২১ ,,	০.১৩	০.১৩
৭২২ ,,	০.২৪	০.২৪
৭২৩ ,,	০.৬৩	০.৬৩
৭২৪ ,,	০.৩০	০.৩০
৭২৫ ,,	০.৪২	০.৪২
৭২৬ পূর্ণ	০.৫১	০.৫১
৭২৭ পূর্ণ	০.২৬	০.২৬
৭২৮ পূর্ণ	০.৩০	০.৩০
৭২৯ পূর্ণ	০.২৪	০.২৪
৭৩০ পূর্ণ	০.১২	০.১২
৭৩১ পূর্ণ	০.৫৬	০.৫৬

সি.এস. দাগ নং	মোট জমি (একর)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
৭৩২ পূর্ণ	১.১০	১.১০
৭৩৩ পূর্ণ	১.০২	১.০২
৭৩৪ অংশ	০.৮১	০.৮০৫০
৭৩৫ অংশ	০.৪১	০.০৫০৫
৭৩৬ পূর্ণ	২.৩৭	২.৩৭
৭৩৭ পূর্ণ	০.৯৫	০.৯৫
৭৩৮ পূর্ণ	০.৮৩	০.৮৩
৭৩৯ পূর্ণ	০.৮৪	০.৮৪
৭৪০ পূর্ণ	০.৬০	০.৬০
৭৪১ পূর্ণ	৩.০২	৩.০২
৭৪২ অংশ	১.৮৪	১.৮২৩০
৭৪৩ অংশ	০.৮২	০.৬১
৭৪৪ পূর্ণ	০.৬০	০.৬০
৭৪৫ পূর্ণ	১.০২	১.০২
৭৪৬ পূর্ণ	০.৬০	০.৬০
৭৪৭ পূর্ণ	০.৩৮	০.৩৮
৭৪৮ পূর্ণ	০.১৮	০.১৮
৭৪৯ পূর্ণ	০.১০	০.১০
৭৫০ পূর্ণ	০.০৫	০.০৫
৭৫১ পূর্ণ	০.১৫	০.১৫
৭৫২ পূর্ণ	০.০৪	০.০৪
৭৫৩ পূর্ণ	০.৮৪	০.৮৪
৭৫৪ পূর্ণ	০.৬৬	০.৬৬
৭৫৫ পূর্ণ	০.১৩	০.১৩
৭৫৬ পূর্ণ	০.০৪	০.০৪
৭৫৭ পূর্ণ	০.০৯	০.০৯
৭৫৮ পূর্ণ	০.১৫	০.১৫
৭৫৯ পূর্ণ	০.০৭	০.০৭
৭৬০ পূর্ণ	০.২৮	০.২৮
৭৬১ পূর্ণ	০.৩৭	০.৩৭
৭৬২ পূর্ণ	০.৮৮	০.৮৮
৭৬৩ পূর্ণ	০.৪০	০.৪০
৭৬৪ পূর্ণ	০.১৩	০.১৩
৭৬৫ পূর্ণ	০.৩১	০.৩১
৭৬৬ পূর্ণ	০.৪৮	০.৪৮
৭৬৭ পূর্ণ	০.৪৮	০.৪৮
৭৬৮ পূর্ণ	০.২৯	০.২৯
৭৬৯ পূর্ণ	০.৬০	০.৬০
৭৭০ পূর্ণ	১.৫৯	১.৫৯

সি.এস. দাগ নং	মোট জমি (একর)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
৭৭১ পূর্ণ	০.৬৯	০.৬৯
৭৭২ পূর্ণ	০.৪৩	০.৪৩
৭৭৩ পূর্ণ	০.১১	০.১১
৭৭৪ পূর্ণ	০.১১	০.১১
৭৭৫ পূর্ণ	০.৯৬	০.৯৬
৭৭৬ পূর্ণ	০.২৭	০.২৭
৭৭৭ পূর্ণ	০.১৬	০.১৬
৭৭৮ পূর্ণ	০.২০	০.২০
৭৭৯ পূর্ণ	০.৩২	০.৩২
৭৮০ পূর্ণ	০.০৯	০.০৯
৭৮১ পূর্ণ	০.৩৫	০.৩৫
৭৮২ পূর্ণ	০.৫৬	০.৫৬
৭৮৩ পূর্ণ	০.২৩	০.২৩
৭৮৪ পূর্ণ	০.২১	০.২১
৭৮৫ পূর্ণ	০.১০	০.১০
৭৮৬ পূর্ণ	১.৬৮	১.৬৮
৭৮৭ পূর্ণ	০.৯৭	০.৯৭
৭৮৮ পূর্ণ	০.১৪	০.১৪
৭৮৯ পূর্ণ	০.৪৩	০.৪৩
৭৯০ পূর্ণ	০.১৭	০.১৭
৭৯১ পূর্ণ	০.২৫	০.২৫
৭৯২ পূর্ণ	০.২৮	০.২৮
৭৯৩ পূর্ণ	০.২৬	০.২৬
৭৯৪ পূর্ণ	০.১৭	০.১৭
৭৯৫ পূর্ণ	০.১৭	০.১৭
৭৯৬ পূর্ণ	০.৬৮	০.৬৮
৭৯৭ পূর্ণ	০.৩৭	০.৩৭
৭৯৮ পূর্ণ	০.১৮	০.১৮
৭৯৯ পূর্ণ	০.০৯	০.০৯
৮০০ পূর্ণ	১.৮১	১.৮১
৮০১ পূর্ণ	০.২০	০.২০
৮০২ পূর্ণ	০.৮৭	০.৮৭
৮০৩ পূর্ণ	০.১৭	০.১৭
৮০৪ পূর্ণ	০.২৯	০.২৯
৮০৫ পূর্ণ	০.১২	০.১২
৮০৬ পূর্ণ	০.১৩	০.১৩
৮০৭ পূর্ণ	০.১৮	০.১৮
৮০৮ পূর্ণ	০.১৭	০.১৭
৮০৯ পূর্ণ	০.১৪	০.১৪

সি.এস. দাগ নং	মোট জমি (একর)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
৮১০ পূর্ণ	০.৯৮	০.৯৮
৮১১ পূর্ণ	০.৫২	০.৫২
৮১২ পূর্ণ	০.৫২	০.৫২
৮১৩ পূর্ণ	০.৪০	০.৪০
৮১৪ পূর্ণ	০.৪৩	০.৪৩
৮১৫ পূর্ণ	২.২৫	২.২৫
৮১৬ পূর্ণ	১.২১	১.২১
৮১৭ পূর্ণ	০.৯৯	০.৯৯
৮১৮ পূর্ণ	০.৭২	০.৭২
৮১৯ পূর্ণ	১.২৭	১.২৭
৮২০ পূর্ণ	২.৫২	২.৫২
৮২১ পূর্ণ	০.৩৯	০.৩৯
৮২২ পূর্ণ	২.৬৬	২.৬৬
৮২৩ পূর্ণ	০.০৬	০.০৬
৮২৪ পূর্ণ	১.৭১	১.৭১
৮২৫ পূর্ণ	০.৫১	০.৫১
৮২৬ পূর্ণ	০.৬৮	০.৬৮
৮২৭ পূর্ণ	০.১৬	০.১৬
৮২৮ পূর্ণ	০.১৮	০.১৮
৮২৯ পূর্ণ	০.০৯	০.০৯
৮৩০ পূর্ণ	০.১৫	০.১৫
৮৩১ পূর্ণ	০.১৬	০.১৬
৮৩২ পূর্ণ	০.৪০	০.৪০
৮৩৩ পূর্ণ	০.৪০	০.৪০
৮৩৪ পূর্ণ	১.০৬	১.০৬
৮৩৫ পূর্ণ	০.০৭	০.০৭
৮৩৬ পূর্ণ	০.৬১	০.৬১
৮৩৭ পূর্ণ	০.৬২	০.৬২
৮৩৮ পূর্ণ	০.১১	০.১১
৮৩৯ পূর্ণ	০.০৬	০.০৬
৮৪০ পূর্ণ	০.৬১	০.৬১
৮৪১ পূর্ণ	০.৭৮	০.৭৮
৮৪২ পূর্ণ	০.৯১	০.৯১
৮৪৩ পূর্ণ	০.০৮	০.০৮
৮৪৪ পূর্ণ	০.১০	০.১০
৮৪৫ পূর্ণ	০.৬৪	০.৬৪
৮৪৬ পূর্ণ	০.৩৫	০.৩৫
৮৪৭ পূর্ণ	০.৫৯	০.৫৯

সি.এস. দাগ নং	মোট জমি (একর)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
৮৪৮ পূর্ণ	০.১৪	০.১৪
৮৪৯ পূর্ণ	০.০৬	০.০৬
৮৫০ পূর্ণ	০.১১	০.১১
৮৫১ পূর্ণ	০.২০	০.২০
৮৫২ পূর্ণ	০.৪৫	০.৪৫
৮৫৩ পূর্ণ	০.৪৯	০.৪৯
৮৫৪ পূর্ণ	৯.০৪	৯.০৪
৮৫৫ পূর্ণ	০.১১	০.১১
৮৫৬ পূর্ণ	১.৬৯	১.৬৯
৮৫৭ পূর্ণ	২.০৯	২.০৯
৮৫৮ পূর্ণ	০.৫০	০.৫০
৮৫৯ পূর্ণ	০.০৪	০.০৪
৮৬০ পূর্ণ	০.৫৫	০.৫৫
৮৬১ পূর্ণ	০.৮১	০.৮১
৮৬২ পূর্ণ	৩.৭১	৩.৭১
৮৬৩ পূর্ণ	০.৩৩	০.৩৩
৮৬৪ পূর্ণ	০.২৫	০.২৫
৮৬৫ পূর্ণ	১.৯৭	১.৯৭
৮৬৬ পূর্ণ	০.৯৯	০.৯৯
৮৬৭ পূর্ণ	০.১৩	০.১৩
৮৬৮ পূর্ণ	১.৫৯	১.৫৯
৮৬৯ পূর্ণ	০.৫২	০.৫২
৮৭০ পূর্ণ	০.৮০	০.৮০
৮৭১ পূর্ণ	১.৫৮	১.৫৮
৮৭২ পূর্ণ	০.৩৫	০.৩৫
৮৭৩ পূর্ণ	০.৭৫	০.৭৫
৮৭৪ পূর্ণ	০.৫৬	০.৫৬
৮৭৫ পূর্ণ	১.৭৮	১.৭৮
৮৭৬ পূর্ণ	০.৬০	০.৬০
৮৭৭ পূর্ণ	১.০০	১.০০
৮৭৮ পূর্ণ	০.২৫	০.২৫
৮৭৯ পূর্ণ	০.০২	২.০২
৮৮০ পূর্ণ	৩.০৩	৩.০৩
৮৮১ পূর্ণ	০.৮৫	০.৮৫
৮৮২ পূর্ণ	০.৬৯	০.৬৯
৮৮৩ পূর্ণ	২.৪৯	২.৪৯
৮৮৪ পূর্ণ	০.৬৫	০.৬৫
৮৮৫ পূর্ণ	০.২০	০.২০

সি. এস. দাগ নং	মোট জমি (একরে)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একরে)
৮৮৬ পূর্ণ	০.৩৪	০.৩৪
৮৮৭ পূর্ণ	০.১০	০.১০
৮৮৮ পূর্ণ	১.২১	১.২১
৮৮৯ পূর্ণ	০.২৬	০.২৬
৮৯০ পূর্ণ	০.২৯	০.২৯
৮৯১ পূর্ণ	০.২৪	০.২৪
৮৯২ পূর্ণ	০.৯৯	০.৯৯
৮৯৩ পূর্ণ	০.১৩	০.১৩
৮৯৪ পূর্ণ	০.২৮	০.২৮
৮৯৫ পূর্ণ	০.১৪	০.১৪
৮৯৬ পূর্ণ	০.১১	০.১১
৮৯৭ পূর্ণ	০.১২	০.১২
৮৯৮ পূর্ণ	১.২৯	১.২৯
৮৯৯ পূর্ণ	০.০৪	০.০৪
৯০০ পূর্ণ	১.৫৩	১.৫৩
৯০১ পূর্ণ	০.৭২	০.৭২
৯০২ পূর্ণ	০.০৫	০.০৫
৯০৩ পূর্ণ	২.৮৬	২.৮৬
৯০৪ পূর্ণ	০.৬৫	০.৬৫
৯০৫ পূর্ণ	০.৬৪	০.৬৪
৯০৬ পূর্ণ	১.৮৫	১.৮৫
৯০৭ পূর্ণ	০.২৭	০.২৭
৯০৮ পূর্ণ	০.৭৫	০.৭৫
৯০৯ পূর্ণ	০.৫৭	০.৫৭
৯১০ পূর্ণ	০.৭৬	০.৭৬
৯১১ পূর্ণ	২.৩২	২.৩২
৯১২ পূর্ণ	১.৮০	১.৮০
৯১৩ পূর্ণ	০.১০	০.১০
৯১৪ পূর্ণ	০.৭২	০.৭২
৯১৫ পূর্ণ	১.৯৪	১.৯৪
৯১৬ পূর্ণ	০.১৫	০.১৫
৯১৭ পূর্ণ	০.৬৭	০.৬৭
৯১৮ পূর্ণ	০.০৫	০.০৫
৯১৯ পূর্ণ	৩.৪৬	৩.৪৬
৯২০ পূর্ণ	১.০২	১.০২
৯২১ পূর্ণ	০.১৫	০.১৫
৯২২ পূর্ণ	০.৩৪	০.৩৪
৯২৩ পূর্ণ	০.১৩	০.১৩
৯২৪ পূর্ণ	০.২৬	০.২৬

সি. এস. দাগ নং	মোট জমি (একরে)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একরে)
৯২৫ পূর্ণ	০.৫৮	০.৫৮
৯২৬ পূর্ণ	০.১৯	০.১৯
৯২৭ পূর্ণ	০.২৭	০.২৭
৯২৮ পূর্ণ	০.২২	০.২২
৯২৯ পূর্ণ	২.০২	২.০২
৯৩০ পূর্ণ	০.০৮	০.০৮
৯৩২ অংশ	৪.৫৩	১.৩১৩৭
৯৩৯ পূর্ণ	০.৩৭	০.৩৭
৯৪০ পূর্ণ	০.২৪	০.২৪
৯৫৪ অংশ	০.৩৬	০.২২৯৫
৯৫৫ অংশ	০.৩১	০.২২২৫
৯৫৭ অংশ	০.৭৯	০.০৮
৯৫৮ অংশ	১.২৮	০.০৮৫২
৯৫৯ অংশ	০.৬০	০.০৩৭৮
৯৬৭ অংশ	১.৫৪	০.৩৫২৫
৯৬৮ পূর্ণ	০.৯১	০.৯১
৯৬৯ পূর্ণ	০.২৪	০.২৪
৯৭০ পূর্ণ	০.৩১	০.৩১
৯৭১ পূর্ণ	০.৩৯	০.৩৯
৯৭২ পূর্ণ	০.৪০	০.৪০
৯৭৩ পূর্ণ	১.২৩	১.২৩
৯৭৪ পূর্ণ	১.২১	১.২১
৯৭৫ পূর্ণ	০.৫৪	০.৫৪
৯৭৬ পূর্ণ	০.৭৮	০.৭৮
৯৭৭ পূর্ণ	০.২৪	০.২৪
৯৭৮ পূর্ণ	০.২৩	০.২৩
৯৭৯ পূর্ণ	০.৩৩	০.৩৩
৯৮০ পূর্ণ	০.১৬	০.১৬
৯৮১ পূর্ণ	০.১০	০.১০
৯৮২ পূর্ণ	০.২০	০.২০
৯৮৩ পূর্ণ	০.৭১	০.৭১
৯৮৪ পূর্ণ	০.৩৪	০.৩৪
৯৮৫ পূর্ণ	০.৩০	০.৩০
৯৮৬ পূর্ণ	০.৩৮	০.৩৮
৯৮৭ পূর্ণ	০.১২	০.১২
৯৮৮ পূর্ণ	০.৪৬	০.৪৬
৯৮৯ পূর্ণ	০.৫১	০.৫১
৯৯০ পূর্ণ	০.৮৬	০.৮৬
৯৯১ পূর্ণ	০.২৬	০.২৬

সি. এস. দাগ নং	মোট জমি (একরে)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একরে)
৯৯২ পূর্ণ	০.২৫	০.২৫
৯৯৩ পূর্ণ	০.৪৫	০.৪৫
৯৯৪ পূর্ণ	০.১১	০.১১
৯৯৫ পূর্ণ	০.১৬	০.১৬
৯৯৬ পূর্ণ	১.১২	১.১২
৯৯৭ পূর্ণ	০.২৭	০.২৭
৯৯৮ পূর্ণ	০.০৮	০.০৮
৯৯৯ পূর্ণ	০.১৯	০.১৯
১০০০ পূর্ণ	০.২২	০.২২
১০০১ পূর্ণ	০.৩০	০.৩০
১০০২ পূর্ণ	০.৩১	০.৩১
১০০৩ পূর্ণ	০.২৫	০.২৫
১০০৪ পূর্ণ	১.১১	১.১১
১০০৫ পূর্ণ	০.৩৯	০.৩৯
১০০৬ পূর্ণ	০.৩০	০.৩০
১০০৭ পূর্ণ	০.৩৭	০.৩৭
১০০৮ পূর্ণ	০.২৫	০.২৫
১০০৯ পূর্ণ	০.৩৫	০.৩৫
১০১০ পূর্ণ	০.২৩	০.২৩
১০১১ পূর্ণ	০.২০	০.২০
১০১২ পূর্ণ	০.১৮	০.১৮
১০১৩ অংশ	০.৪৮	০.২৩
১০১৮ পূর্ণ	০.২০	০.২০
১০১৯ পূর্ণ	০.১৬	০.১৬
১০২৩ অংশ	০.৯৪	০.৪৫১৯
১০২৪ পূর্ণ	০.১২	০.১২
১০২৫ পূর্ণ	৩.৮৭	৩.৮৭
১০২৬ পূর্ণ	০.২২	০.২২
১০২৭ পূর্ণ	০.২২	০.২২
১০২৮ পূর্ণ	০.২৭	০.২৭
১০২৯ পূর্ণ	০.৬৭	০.৬৭
১০৩০ পূর্ণ	০.১৪	০.১৪
১০৩১ পূর্ণ	০.১৭	০.১৭
১০৩২ পূর্ণ	০.৩৩	০.৩৩
১০৩৩ পূর্ণ	০.৪১	০.৪১
১০৩৪ পূর্ণ	০.৩৫	০.৩৫
১০৩৫ পূর্ণ	০.৩১	০.৩১
১০৩৬ পূর্ণ	০.৩৯	০.৩৯
১০৩৭ পূর্ণ	০.০৮	০.০৮
১০৩৮ পূর্ণ	০.৫৯	০.৫৯
১০৩৯ পূর্ণ	০.৬১	০.৬১
১০৫০ অংশ	১.১২	১.১২
১০৫১ পূর্ণ	০.১১	০.১১
১০৫২ অংশ	১.১৬	০.৩৬
১০৫৩ অংশ	৯.১৪	০.৬৫০১
১০৬৯ অংশ	০.৭৮	০.২১৩১
১০৭১ অংশ	৪.১৭	০.৬১
১১৮৪ অংশ	১.৮৮	০.০৭২৫
১১৮৫ অংশ	১.৮২	০.২৬৯২
১১৮৭ অংশ	০.৯৫	০.১৮৭৫
১৮৯৯ পূর্ণ	০.২৪	০.২৪
২৮৭০ পূর্ণ	০.৬৪	০.৬৪
২৮৭২ পূর্ণ	০.৫৬	০.৫৬
২৮৭৩ পূর্ণ	২.১৬	২.১৬
২৮৭৪ পূর্ণ	০.৩৩	০.৩৩
২৮৭৫ পূর্ণ	০.২৫	০.২৫
২৮৭৬ পূর্ণ	১.৬০	১.৬০
২৮৭৮ পূর্ণ	৩.৯১	৩.৯১
সর্বমোট জমির পরিমাণ		৩১১.২৪ একর (কম/বেশি)

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মির্জা তারিক হিকমত
উপসচিব।

জরিপ শাখা-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৪/২৩ মে ২০১৭

নং ৩১.০০.০০০০.০৩৬.২৭.০৪৮.১৬.২৪৬—যেহেতু জনাব মোঃ আব্দুর রব মিয়া, সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার, ফরিদপুর (সংযুক্তিতে বরিশাল জোনে কর্মরত) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩ (বি) বিধিতে বর্ণিত কর্তব্য পালনে চরম অবহেলা জনিত অসদাচরণের কারণে তার বিরুদ্ধে এ কার্যালয়ের ১৩-০২-২০১৭ খ্রি. তারিখের ৩১.০০.০০০০. ০৩৬.২৭.০৪৮.১৬.৭২ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী গঠন করা হয় এবং অভিযুক্ত বরাবর প্রেরণ করে ১০(দশ) কার্যদিবসের মধ্যে জবাব দাখিলের জন্য বলা হয়।

যেহেতু তিনি তার লিখিত জবাবে জানান যে, তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের ৪৪১০/০৯ নং আপিল কেসটি গত ১৯-০৫-২০১৫ খ্রি. তারিখে শুনানিকালে দখল নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হলে আপিলকারী পক্ষ সরেজমিন দখল তদন্তের আবেদন করেন। তদন্তকারী কর্মকর্তার সার্ভেয়ার জনাব মোঃ মনিরের দায়িত্বে অবহেলার কারণেই দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে। ৪২৯৫/০৯ নং আপিল মামলার

পক্ষগণ কাগজপত্র দেখানোর জন্য পর পর ০৩ বার সময় নেন। সর্বশেষ গত ০৪-০৮-২০১৫ খ্রি. তারিখে শুনানিকালে পক্ষগণ নিজেদের মধ্যে তুমুল গন্ডগোলে জড়িয়ে পড়েন। অনাস্থাজনিত আবেদনের কারণে এবং আইন শৃঙ্খলার পরিস্থিতির অবনতির কারণে শুনানি সম্পন্ন না করে মুলতবি করেন। ৪২৯৫/০৯ নং আপিল কেসের আপিলকারী এবং প্রতিবাদী উভয়ই উপজেলা চেয়ারম্যান এর নিকট আত্মীয় । পক্ষগণ শুনানি না দিয়ে উপজেলা চেয়ারম্যান এর মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে মিমাংসা করার জন্য উভয় পক্ষ সম্মিলিতভাবে সময়ের আবেদন করে পরপর ৩ বার সময় নেন। পরবর্তীতে বরিশাল জোনে সংযুক্তির আদেশ মোতাবেক তিনি ১৩-০৮-২০১৫ খ্রি. তারিখে যোগদান করেন। যার কারণে তিনি শুনানি নিস্পন্ন করতে পারেননি। উল্লিখিত ত্রুটিগুলি একান্তই অনিচ্ছাকৃত। তিনি অসৎ উদ্দেশ্যে বা ভূমি মালিককে হয়রানির জন্য করেননি। তার বর্ণিত ত্রুটিগুলির জন্য তিনি আন্তরিকভাবে দুঃখিত ও ক্ষমাপ্রার্থী। বর্ণিত অভিযোগের দায় হতে তিনি অব্যাহতি চেয়েছেন;

যেহেতু উল্লিখিত ত্রুটিগুলি একান্তই অনিচ্ছাকৃত এবং বরিশাল জোনে সংযুক্তির আদেশের ফলে তিনি বরিশাল জোনে যোগদান করেন তাই তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগটি প্রমাণিত হয়নি মর্মে প্রতীয়মান হয়।

এক্ষণে, সেহেতু জনাব মোঃ আব্দুর রব মিয়া, সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার, ফরিদপুর (সংযুক্তিতে বরিশাল জোনে কর্মরত)-কে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হল।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মেছবাহ উল আলম
সিনিয়র সচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

শৃংখলা-১ শাখা

আদেশাবলী

তারিখ: ০৫ এপ্রিল ২০১৭

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.৮৭.২০১৭-১৭৪—যেহেতু, ডাঃ মোঃ রাশেদ রেজা, ইমার্জেন্সি মেডিকেল অফিসার, ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, যশোর বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩ (বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি' এর দায়ে ১২-০৭-২০১৬ খ্রিঃ ৪৫-.১৫০.০২৭.০১.০০.০৮৭.২০১৬-৫২৩ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং গত ০৫-০৪-২০১৭ খ্রিঃ তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ মোঃ রাশেদ রেজা, ইমার্জেন্সি মেডিকেল অফিসার, ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, যশোর এর বিভাগীয় মামলার কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব, শুনানিকালে তাঁর বক্তব্য ও দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনাপূর্বক সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ৮৫ এর ৪(২) (বি) বিধিমতে তাঁর বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি পরবর্তী ০১(এক) বছরের জন্য স্থগিত করে বিভাগীয় মামলা নিস্পত্তি করা হল। তিনি ভবিষ্যতে কোন বকেয়া প্রাপ্য সুবিধা দাবি করতে পারবেন না। তাঁর ১৬-০৬-২০১৫ খ্রিঃ হতে ২২-০৭-২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতকালকে বিনাবেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে মঞ্জুর করা হল।

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০১০.২০১৭-১৭৫—যেহেতু, ডাঃ শাহরিমা আফরিন (১৩৪৯২১), সহকারী সার্জন, কাশিপুর ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, সদর, বরিশাল বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩ (বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি' এর দায়ে ৩১-০১-২০১৭ খ্রিঃ ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০১০.২০১৭-৬৮ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং গত ০৫-০৪-২০১৭ খ্রি. তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, সহকারী সার্জন, কাশিপুর ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, সদর, বরিশাল পদে কর্মরত থাকাকালীন সময়ে জ্বর ও পরে জন্ডিস রোগে আক্রান্ত হন এবং চিকিৎসকের চিকিৎসা উপদেশে থাকেন। তিনি নিয়মিত অফিসে উপস্থিত হতে পারেননি যা তিনি উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, সদর বরিশালকে অবহিত করেছিলেন। বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি যা তাঁর সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত অপরাধ তা স্বীকার করছেন ও নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করছেন;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ শাহরিমা আফরিন (১৩৪৯২১), সহকারী সার্জন, কাশিপুর ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, সদর, বরিশাল এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব, ব্যক্তিগত শুনানি এবং সামগ্রিক বিষয়াদি পর্যালোচনাপূর্বক সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৪(২)(এ) বিধিমতে তাঁকে 'তিরস্কার (Censure)' করে বিভাগীয় মামলাটি নিস্পত্তি করা হল। জুন/২০১৬ মাসের ৬ তারিখ থেকে ৩০ তারিখ মোট ২৫ (পঁচিশ) দিন, জুলাই/২০১৬ মাসের ২৫ তারিখ হতে ৩১ তারিখ মোট ৭ (সাত) দিন, আগস্ট/২০১৬ মাসের ১ তারিখ থেকে ৩১ তারিখ মোট ৩১ (একত্রিশ) দিন, সেপ্টেম্বর/২০১৬ মাসের ১ তারিখ হতে ৩০ তারিখ মোট ৩০ (ত্রিশ) দিন, অক্টোবর/২০১৬ মাসের ১ তারিখ থেকে ৩১ তারিখ মোট ৩১ (একত্রিশ) দিন, নভেম্বর/২০১৬ মাসের ১ তারিখ থেকে ৩০ তারিখ মোট ৩০ (ত্রিশ) দিন, ডিসেম্বর/২০১৬ মাসের ১ তারিখ থেকে ৩০ তারিখ মোট ৩০ (ত্রিশ) দিন সর্বমোট = ১৮৪ (একশত চুরাশি) দিন বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতকালকে বিনাবেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে মঞ্জুর করা হল।

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০০৪.২০১৬-১৭৬—যেহেতু, ডাঃ উপল সীজার (৪১৭৬৬), প্রাক্তন প্রভাষক, কমিউনিটি মেডিসিন বিভাগ, দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ, দিনাজপুর বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩ (বি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি' এর দায়ে ২৮-০১-২০১৬ খ্রিঃ ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০০৪.২০১৬-৭৫ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, ডাঃ উপল সীজার (৪১৭৬৬), প্রাক্তন প্রভাষক, কমিউনিটি মেডিসিন বিভাগ, দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ, দিনাজপুরকে Surveillance Medical Officer (SMO) under World Health Organization (WHO) BAN-IVD, Dhaka পদে কাজ করার জন্য অনুমতি প্রদান করা হলেও তিনি তার মঞ্জুরীকৃত ০১-০১-২০১৫ তারিখ হতে ২৮-১২-২০১৫ তারিখ পর্যন্ত লিয়েন সরকারের অনুমোদন ব্যতিত সিয়েরালিয়নের WHO সংস্থায় চাকুরি করেন। এছাড়াও তিনি ১১-০২-২০১৬ খ্রিঃ তারিখ হতে ০৪-০৩-২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন। প্রথম শ্রেণির একজন কর্মকর্তা এবং চিকিৎসক হিসেবে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ না করে সিয়েরালিয়নের WHO সংস্থায় কর্মরত থাকার বিষয়টি অনাকাঙ্খিত এবং তার এহেন আচরণ মোটেও কাম্য নয়।

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং গত ০৫-০৪-২০১৭ খ্রি. তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ উপল সীজার (৪১৭৬৬), প্রাক্তন প্রভাষক, কমিউনিটি মেডিসিন বিভাগ, দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ, দিনাজপুর এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগনামা, কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব, ব্যক্তিগত শুনানি এবং সামগ্রিক বিষয়াদি পর্যালোচনাপূর্বক সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৪ (২)(এ) বিধিমতে তাঁকে 'তিরস্কার (Censure)' করে বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হল। তাঁর ১১-০২-২০১৬ খ্রিঃ তারিখ হতে ০৪-০৩-২০১৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত অনুপস্থিতকালীন সময়কে বিনাবেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে মঞ্জুর করা হলো।

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০২১.২০১৭-২০১—যেহেতু, ডাঃ মোঃ ইফতেখার-উল হক খান (১১১০১৭), জুনিয়র কনসালটেন্ট (শিশু), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩ (বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি' এর দায়ে ০৫-০৩-২০১৭ খ্রিঃ ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০২১.২০১৭-১১৫ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, ডাঃ মোঃ ইফতেখার-উল হক খান (১১১০১৭), জুনিয়র কনসালটেন্ট (শিশু), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকাকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ২৯-০৩-২০১৫ তারিখের ডিজিএইচএস/পার-১/জুনিঃকনঃ-পদায়ন/২০১৫/৩৬৯১ প্রজ্ঞাপন মোতাবেক জুনিঃ কনঃ (শিশু) হিসেবে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, সুজানগর, পাবনায় বদলির প্রেক্ষিতে ১৫-০৪-২০১৫ খ্রিঃ সিভিল সার্জন, পাবনা বরাবর যোগদানপত্র দাখিল করেন। পরবর্তী ১৬-০৪-২০১৫ তারিখ হতে ১৪-০১-২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকেন;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং গত ২২-০৩-২০১৭ খ্রি. তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ মোঃ ইফতেখার-উল হক খান (১১১০১৭), জুনিয়র কনসালটেন্ট (শিশু), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, জবাব এবং সামগ্রিক বিষয়াদি পর্যালোচনাপূর্বক সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ৮৫ এর ৪(২)(এ) বিধিমতে তাঁর ০১ (এক)টি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি পরবর্তী ০১ (এক) বছরের জন্য স্থগিত করে বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হল। তিনি ভবিষ্যতে কোন বকেয়া প্রাপ্য সুবিধা দাবি করতে পারবেন না।

তাঁর ১৬-০৪-২০১৫ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৪-০১-২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত অনুপস্থিতকালীন সময়কে বিনাবেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে মঞ্জুর করা হলো। বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতকালীন সময়ে উত্তোলিত বেতন ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের নির্দেশ প্রদান করা হলো।

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৬৯.২০১৬-২০৪—যেহেতু, ডাঃ জুবায়ের খালেদ হক (৪৩৩৪৬), প্রাক্তন সহকারী সার্জন, পাথলিয়া ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা গত ৩০-১১-২০১১ খ্রিঃ হতে বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩ (বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি' এর দায়ে ২৩-০১-২০১৭ খ্রিঃ ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৬৯.২০১৬-৩৫ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, ডাঃ জুবায়ের খালেদ হক (৪৩৩৪৬), প্রাক্তন সহকারী সার্জন, পাথলিয়া ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, সাভার, ঢাকাকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর হতে পরিচালক (স্বাস্থ্য), ঢাকা বিভাগ, ঢাকায় ন্যস্ত করা হয়। পরিচালক (স্বাস্থ্য), ঢাকা বিভাগ, ঢাকা কার্যালয়ের ২৯-১১-২০১১ তারিখের ২৬১৩ নং প্রজ্ঞাপন মোতাবেক এমও (জুনিঃ কনঃ সার্জারী পদের বিপরীতে), আটপাড়া, নেত্রকোণায় বদলি করা হয়। তিনি বদলি আদেশ মোতাবেক বদলিকৃত কর্মস্থলে যোগদগান না করে ৩০-১১-২০১১ খ্রিঃ হতে বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকেন;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং গত ০৪-০৪-২০১৭ খ্রিঃ তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানির সময় তিনি জানান যে, তার চাকুরির বয়সকাল প্রায় ১১(এগার) বছর এবং একজন নবীন কর্মকর্তা হিসাবে তিনি আগামী ১২/১৩ বছর সরকারি চাকুরিতে নিয়োজিত থেকে জেরনটলজি ও জেরিয়াট্রিক রোগের কারণ নির্ণয়ে বিশেষজ্ঞ হিসেবে জনস্বাস্থ্যে ভূমিকা রাখতে পারবেন। রোগীর তুলনায় বর্তমানে দেশে জেরনটলজি ও জেরিয়াট্রিক রোগীর রোগ নির্ণয়ে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের চিকিৎসকের যথেষ্ট অপ্রতুলতা রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে তাঁকে চাকুরিতে বহাল করা হলে, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হিসেবে জনস্বার্থে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবেন। বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি যা তার সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত অপরাধ তা স্বীকার করেছেন ও নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করছেন। বর্তমানে তিনি চাকুরির যাবতীয় নিয়মকানুন ও বিধিবিধান মেনে চাকুরিতে নিয়মিত হতে বদ্ধ পরিকর।

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ জুবায়ের খালেদ হক (৪৩৩৪৬), প্রাক্তন সহকারী সার্জন, পাথলিয়া ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগনামা, জবাব এবং সামগ্রিক বিষয়াদি পর্যালোচনাপূর্বক সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৪(২)(বি) বিধিমতে তাঁর ০১ (এক)টি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি পরবর্তী ০১ (এক) বছরের জন্য স্থগিত করে বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হল। তাঁর ৩০-১১-২০১১ খ্রিঃ হতে পুনরায় কর্মস্থলে যোগদানের পূর্বদিন পর্যন্ত সময়কে বিনাবেতনে অসাধারণ ছুটি মঞ্জুর করা হলো।

সরদার আবুল কালাম
অতিরিক্ত সচিব।

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

নির্মাণ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ০১ জুন ২০১৭

নং ৪৫.১৬৭.০৮৬.০০০০.০৪৪.২০১৬-১৩৯—স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় নব নির্মিত মানিকগঞ্জ মেডিকেল কলেজের নাম "কর্ণেল মালেক মেডিকেল কলেজ, মানিকগঞ্জ" করণে সম্মতি জ্ঞাপন করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৫.১৬৭.০৮৬.০০০০.০৪৪.২০১৬-১৪০—স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় নব নির্মিত গাজীপুর জেলা সদরে স্থাপিত নার্সিং কলেজের নাম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জাতীয় নেতা 'তাজউদ্দীন আহমদ নার্সিং কলেজ' করণে সরকারের সম্মতি জ্ঞাপন করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

হাসান মাহমুদ
উপসচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

স্থানীয় সরকার বিভাগ

(উন্নয়ন-১ শাখা)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৪/৩১ মে ২০১৭

নং ৪৬.০৬৭.০০৩.০০.০০.০০১.২০১৫-৪৯৯—যেহেতু, আপনি বেগম সাদিয়া সুলতানা, উপজেলা সহকারী প্রকৌশলী, এলজিইডি, ফুলতলা, খুলনায় কর্মরত থাকাকালে ১০-১২-২০১৩ হতে ১০-০২-২০১৪ তারিখ পর্যন্ত ২(দুই) মাসের অসাধারণ ছুটির আবেদন করে ছুটি মঞ্জুর ব্যতীত বিনানুমতিতে কর্মস্থল ত্যাগ করেন; এবং

২। যেহেতু, আপনি কর্তৃপক্ষের সাথে আর কোন যোগাযোগ না করে কিংবা নিজের অবস্থান সম্পর্কে কর্তৃপক্ষকে অবহিত না করে ১০-১২-২০১৩ তারিখ হতে অদ্যবধি কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন; এবং

৩। যেহেতু, ১০-১২-২০১৩ তারিখ হতে বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ এর ৩(বি) ধারার অভিযোগে আপনার বিরুদ্ধে স্থানীয় সরকার বিভাগের ১২-০৩-২০১৫ তারিখের ৪৬.০৬৭.০০৩.০০.০০.০০১.২০১৫-২৫৫ নম্বর স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়; এবং

৪। যেহেতু, বিভাগীয় মামলার অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী আপনার প্রদত্ত স্থায়ী ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়; এবং

৫। যেহেতু আপনার স্থায়ী ঠিকানায় অবস্থানরত আপনার মাতা উক্ত নোটিশ গ্রহণ করেন ও জানান যে, আপনি বর্তমানে অষ্ট্রেলিয়াতে অবস্থান করছেন; এবং

৬। যেহেতু আপনি উক্ত অভিযোগনামার কোন জবাব দাখিল করেননি কিংবা কাজে যোগদান করেননি; এবং

৭। যেহেতু, সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ এর ৫(২) ধারার বিধান মোতাবেক আপনাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ ২টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকা "দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় ২০-০৪-২০১৭ তারিখে এবং The Daily Observer" পত্রিকায় ১৯-০৪-২০১৭ প্রকাশিত হয়; এবং

৮। যেহেতু, আপনি পত্রিকায় প্রকাশিত কারণ দর্শানোর নোটিশের কোন জবাব দাখিল করেননি কিংবা অদ্যাবধি কাজে যোগদান করেননি; এবং

সেহেতু, আপনার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ এর ৩(বি) ধারায় বর্ণিত যুক্তিসংগত কারণ ব্যতিত নিজ কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। অধিকন্তু আপনার চাকুরি এখনো স্থায়ী করা হয়নি;

এমতাবস্থায়, সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ এর ৪(এ) ধারা মোতাবেক আপনাকে চাকুরি হতে বরখাস্ত (dismissal from service) করা হল।

এ আদেশ আপনার কর্মস্থলে অনুপস্থিতি শুরুর তারিখ অর্থাৎ ১০-১২-২০১৩ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

আবদুল মালেক
সচিব।

উপজেলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৪/৩১ মে ২০১৭

নং ৪৬.০৪৫.০২৭.০৮.৯৫.০৯৫.২০১৬-৬৯০—যেহেতু, হবিগঞ্জ জেলার বাহুবল উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান, জনাব শিহাব উদ্দিন ছাকিব এর বিরুদ্ধে মে, ২০১৬ হতে জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত ৯ (নয়)টি মাসিক সাধারণ সভায় এবং কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার বিষয়টি বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট এর তদন্ত প্রতিবেদনে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে;

যেহেতু, তাঁর এহেন কর্মকাণ্ড উপজেলা পরিষদ ভাইস চেয়ারম্যান পদ হতে অপসারণযোগ্য অপরাধ এবং পরিষদ ও রাষ্ট্রের স্বার্থের হানিকর যা উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ [উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১১ দ্বারা সংশোধিত] এর ১৩(১)(ক) ও ১৩(১)(চ) ধারার অপরাধের শামিল;

যেহেতু, উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ [উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১১ দ্বারা সংশোধিত] এর ১৩(১)(ক) ও ১৩(১)(চ) ধারার অপরাধে তাঁকে বিদ্যমান আইন/বিধি মোতাবেক আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য কারণ দর্শানো নোটিশ জারী করে তাঁর দাপ্তরিক ঠিকানায় রেজিস্টার্ড ডাকযোগে দু'বার প্রেরণ করা হয়;

যেহেতু, উক্ত পত্র প্রাপক কর্তৃক গৃহীত না হয়ে ডাক বিভাগ হতে ফেরত আসে এবং প্রাপক বিদেশ মর্মে ফেরত ডাকে/খামে উল্লেখ করা হয়;

যেহেতু, একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হয়েও ধারাবাহিকভাবে পরিষদে অনুপস্থিত থাকায় উপজেলা পরিষদের দাপ্তরিক কর্মকাণ্ড ব্যাহত হয়েছে;

সেহেতু, এহেন কর্মকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে তাঁর দ্বারা উপজেলা পরিষদের কার্যক্রম পরিচালনা করা সমীচীন নয় বিধায় উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ [উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১১ দ্বারা সংশোধিত] এর ১৩(২) নং ধারার বিধান বলে সরকার জনস্বার্থে তাঁকে তাঁর স্বীয় পদ হতে অপসারণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

এমতাবস্থায়, উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ [উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১১ দ্বারা সংশোধিত] এর ১৩(১)(ক) ও ১৩(১)(চ) ধারার অপরাধে একই আইনের ১৩(২) ধারা অনুসারে হবিগঞ্জ জেলার বাহুবল উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান, জনাব শিহাব উদ্দিন ছাকিবকে ভাইস চেয়ারম্যান পদ হতে অপসারণপূর্বক উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান পদটি শূন্য ঘোষণা করা হলো।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

লুৎফুন নাহার
সিনিয়র সহকারী সচিব।

স্থানীয় সরকার বিভাগ
পানি সরবরাহ-৩ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৪/২৮ মে ২০১৭

নং ৪৬.০০.০০০০.০৮৪.১৮.০১০.১১.১৫৬—পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৬ (৬নং আইন) এর ৬(১)(ট) এবং ৬(৩) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ইনস্টিটিউট অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ-এর মনোনীত প্রতিনিধি জনাব মোঃ আবুল হোসেন-কে ২৮-০৫-২০১৭ তারিখ হতে ৩(তিন) বছরের জন্য খুলনা ওয়াসা বোর্ডের সদস্য হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হল এবং গত ২৩-০৮-২০১৫ তারিখের ২৫৪নং স্মারক এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শাহানারা খাতুন
উপসচিব।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রশাসন শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২১ বৈশাখ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/০৪ মে ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নং ৫১.০০.০০০০.৩১০.০৬.০০৫.১৭-৭৩—গত ২৬ এপ্রিল ২০১৭ তারিখের ১৪ (চৌদ্দ) সদস্য বিশিষ্ট সিপিপির পলিসি কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি [Cyclone Preparedness Program (সিপিপি)] এর নাম পরিবর্তন সংক্রান্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নিমিত্ত ৬ (ছয়) সদস্য বিশিষ্ট নিম্নোক্ত কমিটি গঠন করা হলো :

আহ্বায়ক

(১) অতিরিক্ত সচিব (সিপিপি), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

(২) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নীচে নয়)

(৩) অর্থ মন্ত্রণালয়ের ১ জন প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নীচে নয়)

(৪) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নীচে নয়)

(৫) বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি এর প্রতিনিধি (উপ-মহাসচিব)

সদস্য-সচিব

(৬) পরিচালক (প্রশাসন), ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)

২। গঠিত কমিটি ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) এর নামকরণ প্রস্তাব চূড়ান্ত করে ২১ (একুশ) কার্যদিবসের মধ্যে পলিসি কমিটির সভাপতির নিকট প্রতিবেদন দাখিল করবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

জুলেখা সুলতানা
যুগ্মসচিব।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
মৎস্য-১ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৮ বৈশাখ ১৪২৪ বঃ/১১ মে ২০১৭ খ্রিঃ

নং ৩৩.০০.০০০০.১২৬.২১.০০১.১৩-২৭৮—জনাব মোঃ মশিউর রহমান, প্রেষণে সহকারী প্রধান (মূল পদঃ সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা), মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা-(সাবেক উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রামু, কক্সবাজার; অতিরিক্ত দায়িত্বে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মহেশখালী, কক্সবাজার) এর বিরুদ্ধে কক্সবাজার সদর মডেল থানা মামলা নং-১৯, তারিখ: ০৭-১২-২০১৪ দায়ের করা হয়। অভিযোগ তদন্তকালে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় বিজ্ঞ আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র নং ২১৯, তারিখ ০৩-০৪-২০১৭ দাখিল করা হয় বিধায় অভিযোগপত্র দাখিলের তারিখ হতে অর্থাৎ ০৩-০৪-২০১৭ হতে তাঁকে সরকারি চাকরিতে নির্দেশক্রমে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো।

২। সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ে তিনি বিধি মোতাবেক ভাতাদি প্রাপ্য হবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

হাফছা বেগম
উপসচিব।

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা শাখা-২

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ১১ এপ্রিল ২০১৭ খ্রিঃ

নং ২২.০০.০০০০.০৭৯.১৪.০৭০.১৭-১১৩—পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, গাজীপুর এর এ্যাপ্রোচ সড়ক প্রশস্তকরণ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য আর্থিক লেনদেন নির্বাহের লক্ষ্যে প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়কে আয়ন-ব্যয়ন ইউনিট হিসেবে ঘোষণা করা হল।

২। এ আদেশ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে শুধুমাত্র প্রকল্প মেয়াদকালীন সময়ের জন্য জারি করা হল।

নং ২২.০০.০০০০.০৭৯.১৪.০০৯.১৭-১১৪—পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, গাজীপুর (৩য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য আর্থিক লেনদেন নির্বাহের লক্ষ্যে প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়কে আয়ন-ব্যয়ন ইউনিট হিসেবে ঘোষণা করা হল।

২। এ আদেশ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে শুধুমাত্র প্রকল্প মেয়াদকালীন সময়ের জন্য জারি করা হল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আবুল হাশেম
সহকারী প্রধান।

প্রশাসন শাখা-২

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ১৮ এপ্রিল ২০১৭ খ্রিঃ

নং ২২.০০.০০০০.০৫২.২৭.০১০.২০১৬-২৯৭—জনাব তপন কান্তি দাস, ফরেস্টার, পার্বত্য চট্টগ্রাম দক্ষিণ বন বিভাগের অলিখিয়ং রেঞ্জাধীন ধূপশীল বিটে নিয়োজিত থাকাকালে ধূপশীল বিটের বনাঞ্চলের গাছ অবৈধভাবে কর্তন ও পাচার ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় দায়িত্ব অবহেলা ও সরকারের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হওয়ার কারণে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) মোতাবেক অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। অভিযুক্ত ফরেস্টার গত ১৯-০৫-২০১০ খ্রিঃ তারিখ জবাব দাখিল করেন এবং জবাব গৃহীত না হওয়ায় তদন্ত করানো হয়। তদন্তে জনাব তপন কান্তি দাস, ফরেস্টার এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ প্রমাণিত হয়নি মর্মে গত ১২-০২-২০১৫ খ্রিঃ তারিখ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। প্রধান বন সংরক্ষক গত ০২-০৪-২০১৫ খ্রিঃ তারিখ ২৫৯/পি নং আদেশে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(২)(এ) মোতাবেক জনাব তপন কান্তি দাস, ফরেস্টার-কে তিরস্কার দণ্ড প্রদান করা হলে তিনি আপিল দায়ের করেন।

২। বর্ণিত আপিল আবেদনের প্রেক্ষিতে অত্র আপিল মোকদ্দমার উদ্ভব ঘটে। গত ০৯-০৪-২০১৭ তারিখ বিকাল ০৩.০০ ঘটিকায় উভয় পক্ষের শুনানি গ্রহণ করা হয়। আপিলকারি শুনানিতে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সত্য নয় উল্লেখপূর্বক প্রধান বন সংরক্ষক প্রদত্ত দণ্ডাদেশ বাতিলের প্রার্থনা করেন। বন অধিদপ্তরের প্রতিনিধি সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ১৯৮৫, এর বিধিবিধান অনুসরণপূর্বক যথাযথ পদ্ধতি প্রয়োগে সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে শাস্তির আদেশ দেয়া হয়েছে বিধায় তা বহাল থাকবে মর্মে বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

৩। এক্ষণে বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে—

(ক) জনাব তপন কান্তি দাস, ফরেস্টার এর বিরুদ্ধে বর্ণিত বিভাগীয় মামলায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধিবিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কি-না;

(খ) অভিযোগের উপর প্রদত্ত তথ্যাদি পর্যাপ্ত ও উপযুক্ত কি-না;

(গ) মান ও গুণ বিচারে প্রদত্ত দণ্ডাদেশটি উপযুক্ত কিনা অথবা অপরাধের তুলনায় বেশি (Excessive) কিনা।

৪। পর্যালোচনা : বিভাগীয় মামলার মূল নথি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৬(২) মোতাবেক বন অধিদপ্তরের পত্র নং ৮৪৭/পি, তারিখ: ১৪-১২-২০০৮ মূলে তাকে ব্যক্তিগত শুনানির সুযোগ দিয়ে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী গঠন করা হয়েছে। পরবর্তীতে অভিযুক্তের আত্মরক্ষামূলক জবাব যৌক্তিক ও গ্রহণযোগ্য বিবেচিত না হওয়ায় ২১-০৬-২০১১ তারিখ জনাব মোঃ জাহিদুর রহমান মিয়া, সহকারী বন সংরক্ষককে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করলে তিনি তার কার্যালয়ের পত্র নং-২২.০১.২৯০০.৩৬১.০৫.০০৬.১৫.৪১৩, তারিখ: ১২-০২-২০১৫ মূলে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। আপিলকারীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের (Charges) প্রেক্ষিতে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় এবং অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। বিভাগীয় মামলার আদেশটি পর্যালোচনায় দেখা যায় প্রধান বন সংরক্ষক কর্তৃক শুধুমাত্র তদন্তকারী কর্মকর্তার প্রতিবেদন বিবেচনায় না নিয়ে অভিযোগের পারিপার্শ্বিক অবস্থা, অভিযোগের গুরুত্ব ও মাত্রা, তিন সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটির তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনাক্রমে আদেশ প্রদান করা হয়েছে। জনাব তপন কান্তি দাস, ফরেস্টার বর্ণিত অপরাধ দমনে আন্তরিক না থাকায় অপরাধের মাত্রা এবং দণ্ডের মাত্রা বিবেচনায় নেয়ার মাধ্যমে দণ্ডাদেশটি যথার্থভাবে প্রদান করা হয়। ফলে আপিলকারীকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর যথাযথ প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি অনুসরণে বর্ণিত দণ্ডাদেশ প্রদান করা হয়েছে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং মামলার মূল নথি, আপিলকারীর আবেদন ও উভয় পক্ষের উপস্থাপিত বক্তব্যে দণ্ডাদেশটি মান ও গুণ যথাযথ বিবেচনায় হস্তক্ষেপযোগ্য নয় এবং আপিল আবেদন অনুসারে দণ্ডাদেশটি রদরহিত বা সংশোধনের অবকাশ নেই। এ অবস্থায়, অত্র আপিল মামলাটি নিম্নোক্তভাবে নিষ্পত্তি করা হলো :

আদেশ

বন অধিদপ্তরের অফিস আদেশ নং ২৫৯/পি, তারিখ: ০২-০৪-২০১৫ মূলে জনাব তপন কান্তি দাস, ফরেস্টার-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(২) (এ) মোতাবেক তিরস্কার প্রদানের দণ্ডাদেশটি এতদ্বারা বহাল রাখা হলো।

নং ২২.০০.০০০০.০৫২.২৭.০০৯.২০১৪-২৯৮—জনাব মোঃ আব্দুল হামিদ খান, প্রাক্তন ফরেস্টার, বর্তমানে পদাবনত বন প্রহরী, উপকূলীয় বন বিভাগ, ভোলার দৌলতখান রেঞ্জের চর জহির উদ্দিন বিটে বিগত ১৪-১২-২০১১ তারিখ থেকে ২৬-০২-২০১২ পর্যন্ত বিট কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োজিত থাকাকালীন সুকৌশলে জবর দখলকারীদের সাথে গোপন আতাঁত করে ব্যক্তি স্বার্থে সরকারি বনভূমি জবর দখল কাজে সক্রিয় সহযোগিতার মাধ্যমে সরকারের ২,৩৩,২৬,৮০০/ (দুই কোটি তেত্রিশ লক্ষ ছাব্বিশ হাজার আটশত টাকা) আর্থিক ক্ষতি সাধন করা, অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তৃপক্ষের আদেশ পালন না করার কারণে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(ডি) অনুসারে অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগে বন অধিদপ্তরের বিভাগীয় মামলা নং ০৬ অব ২০১৩, তারিখ ১০-০৬-২০১৩ রুজু করা হয়। তদপ্রেক্ষিতে জনাব মোঃ আব্দুল হামিদকে তলবিত কৈফিয়তের ২৪-০৪-২০১৪ তারিখ দাখিলকৃত জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় বন অধিদপ্তরের আদেশ নং-৫৩৯/পি, তারিখ: ১৪-০৮-২০১৪ মূলে উপবন সংরক্ষক জনাব মোঃ সাইদুর রশিদকে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হলে তদন্ত করত পত্র নং-২২.০১.০০০০. ৫০২.৩৪.০০২.১৫.১১৫, তারিখ: ১০-০৯-২০১৫ মূলে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্তে অভিযুক্ত ফরেস্টারের বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগের মধ্যে অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিন্তু দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়নি মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। বর্ণিত বিভাগীয় মামলায় বন অধিদপ্তরের অফিস আদেশ নং ২৯৪/সি, তারিখ ৩১-০৩-২০১৬ মূলে অভিযুক্ত ফরেস্টার জনাব মোঃ আব্দুল হামিদ খানকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(৩)(এ) মোতাবেক ফরেস্টার পদের নিম্ন পদে অর্থাৎ বন প্রহরী পদে পদাবনত করাসহ তার সাময়িক বহিষ্কারকালকে বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি মঞ্জুর আদেশ দেয়া হয়। বর্ণিত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে প্রতিকার চেয়ে তিনি অত্র আপিল দায়ের করেন।

২। বর্ণিত আপিল আবেদনের প্রেক্ষিতে অত্র আপীল মামলার উদ্ভব ঘটে এবং গত ০৬-০২-২০১৭ তারিখ শুনানী গ্রহণ করা হয়। আপিলকারী শুনানীতে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সঠিক নয় বরং ঈর্ষা প্রসূত, তিনি নির্দোষ, তদন্ত প্রতিবেদনে প্রদত্ত মতামত বস্তুনিষ্ঠ ও যথাযথ নয় ইত্যাদি উল্লেখপূর্বক প্রধান বন সংরক্ষক প্রদত্ত দণ্ডাদেশ বাতিলের প্রার্থনা করেন। অপরদিকে বন অধিদপ্তরের প্রতিনিধি সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধিবিধান অনুসরণপূর্বক বিভাগীয় মামলায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে শাস্তির আদেশ দেয়া হয়েছে বিধায় তা বহাল থাকবে মর্মে বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

৩। এক্ষণে বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে—

(ক) জনাব মোঃ আব্দুল হামিদ খান, প্রাক্তন ফরেস্টার বর্তমানে পদাবনত বন প্রহরী এর বিরুদ্ধে বর্ণিত বিভাগীয় মামলায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধিবিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কি-না;

(খ) অভিযোগের উপর প্রদত্ত তথ্যাদি পর্যাপ্ত ও উপযুক্ত কি-না;

(গ) মান ও গুণ বিচারে প্রদত্ত দণ্ডাদেশটি উপযুক্ত কিনা অথবা অপরাধের তুলনায় বেশি (Excessive) কিনা।

৪। **পর্যালোচনা :** বিভাগীয় মামলার মূল নথি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে তাকে কারণ দর্শানো হয়েছে। উক্ত কারণ দর্শানোর জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি মোতাবেক বন অধিদপ্তরের পত্র নং-২২.০১.০০০০.০০৭.৩২.৮২.১৩.১৫৭৯, তারিখ: ১০-০৬-২০১৩ মূলে তাকে ব্যক্তিগত শুনানির সুযোগ দিয়ে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী গঠন করা হয়েছে। পরবর্তীতে অভিযুক্তের আত্মরক্ষামূলক জবাব যৌক্তিক ও গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় বন অধিদপ্তরের আদেশ নং-৫৩৯/পি, তারিখ: ১৪-০৮-২০১৪ মূলে উপবন সংরক্ষক জনাব মোঃ সাইদুর রশিদ-কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তিনি তার কার্যালয়ের পত্র নং-২২.০১.০০০০.৫০২.৩৪.০০২.১৫.১১৫, তারিখ: ১০-০৯-২০১৫ মূলে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, তদন্তে দুর্নীতির অভিযোগ প্রামাণিত হয়নি কিন্তু রোজনামচা না লেখা সংক্রান্ত অভিযোগটি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে। মামলা দায়েরে বিলম্ব এবং গাছ চুরির বিষয়ে আপিলকারীকে এককভাবে দায়ী করা হয়নি। তবে অপরাধের সুস্পষ্ট তথ্য রয়েছে এবং আপিলকারী সে ঘটনার অংশীদার বটে। বিভাগীয় মামলার আদেশে তদন্ত কর্মকর্তার প্রতিবেদনের সাথে একমত প্রকাশ করে দণ্ডাদেশটি প্রদান করা হয়েছে। সার্বিক বিবেচনায় আপিলকারীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ উপযুক্ত ও বিধিসম্মত প্রক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠিত (Justified) হলেও অপরাধের মাত্রা ও দণ্ডের পরিমাণ বিবেচনায় আপিলকারীকে প্রদত্ত দণ্ডাদেশ বেশি (Excessive) প্রতীয়মান হয়। অপরদিকে আপিলকারীর সাময়িক বরখাস্তকালীন অনুপস্থিতি কর্তৃপক্ষের আদেশ মোতাবেক ছিল বিধায় এরূপ অনুমোদিতকালকে অসাধারণ ছুটি হিসেবে গণ্য করা সমীচীন হয়নি। সুতরাং বর্ণিত বিবেচ্য বিষয়সমূহ আপিলকারীর আবেদন ও উভয় পক্ষের উপস্থাপিত বক্তব্য এবং বিভাগীয় মামলার নথি বিশ্লেষণে দণ্ডাদেশটি মান ও গুণ যথাযথ বিবেচনায় হস্তক্ষেপযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় অত্র আপিল মামলাটি নিম্নোক্তভাবে নিষ্পত্তি করা হলো :

আদেশ

বন অধিদপ্তরের অফিস আদেশ নং ২৪৯/পি, তারিখ: ৩১-০৩-২০১৬ মূলে প্রাক্তন ফরেস্টার বর্তমানে পদাবনত বন প্রহরী জনাব মোঃ আব্দুল হামিদ খানকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(৩) (এ) মোতাবেক ফরেস্টার পদ হতে নিম্ন পদে অর্থাৎ বন প্রহরী পদে পদাবনত করার আদেশটি এতদ্বারা বাতিল করা হলো এবং একই বিধিমালার বিধি ৪(২)(ই) মোতাবেক ফরেস্টার হিসেবে তার বেতনস্কেলের নিম্নতম ধাপে অবনমন করা হলো। একই সাথে তার সাময়িক কর্মচ্যুত চাকরিকালকে কর্মকাল হিসেবে গণ্য করার আদেশ প্রদান করা হলো।

ইসতিয়াক আহমদ
ভারপ্রাপ্ত সচিব।

[একই স্মারক ও তারিখে স্থলাভিষিক্ত]

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
বিদ্যালয়-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৩ বৈশাখ ১৪২৪/২৬ এপ্রিল ২০১৭

নং **৩৮.০০৮.০৩৬.০০.০০.০০১.২০১১-২৫৫**—সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক কল্যাণ ট্রাস্ট অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ ও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক কল্যাণ ট্রাস্ট (সংশোধিত) আইন, ২০০০ (১৯৮৫ সালের ২৬ নং অধ্যাদেশ ও ২০০০ সালের ২২ নং আইন) এর ৫(১) উপধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নবর্ণিত সরকারি কর্মকর্তা এবং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে নিম্নোক্তরূপে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক কল্যাণ ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করলেন :

১.	মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	চেয়ারম্যান (পদাধিকারবলে)
২.	পরিচালক (প্রশাসন), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	ভাইস-চেয়ারম্যান (পদাধিকারবলে)
৩.	উপ-পরিচালক (প্রশাসন), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	ট্রেজারার (পদাধিকারবলে)
৪.	যুগ্মসচিব (বিদ্যালয়), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	সরকারি প্রতিনিধি, সদস্য
৫.	পরিচালক (পলি: ও অপা:), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	ঐ
৬.	পরিচালক (প্রশাসন), বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট	ঐ
৭.	উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব (বিদ্যালয়-২), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	ঐ
৮.	জনাব মোঃ নুরুজ্জামান আনসারী, প্রধান শিক্ষক, কাজীরচর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মুলাদী, বরিশাল	শিক্ষক প্রতিনিধি, সদস্য
৯.	জনাব মোঃ আব্দুল্যাহ সরকার, প্রধান শিক্ষক, যোগীপাল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কালিহাতি, টাঙ্গাইল	ঐ
১০.	জনাব আব্দুল বাতেন, সহকারি শিক্ষক, উত্তর খান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, গুলশান, ঢাকা	ঐ
১১.	জনাব মোঃ জাহিদুর রহমান বিশ্বাস, সহকারি শিক্ষক, ইসলামিয়া সমিতি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা	ঐ
১২.	বেগম নাসরিন সুলতানা, সহকারী শিক্ষক, পল্লবী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মিরপুর, ঢাকা	ঐ
১৩.	বেগম শাহীনুর আকতার, সহকারি শিক্ষক, আমিরবাগ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা	ঐ
১৪.	জনাব আছাদুজ্জামান, সহকারি শিক্ষক, বর্নি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মুকসুদপুর, গোপালগঞ্জ	ঐ
১৫.	জনাব মোঃ জাহিরুল ইসলাম, সহকারি শিক্ষক, গটিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সাঘাটা, গাইবান্ধা	ঐ
১৬.	জনাব মোহাম্মদ কামাল হোসেন, সহকারি শিক্ষক, কোয়াকোর্ট মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কচুয়া, চাঁদপুর	ঐ
১৭.	বেগম মাহসুমা খানম, সহকারি শিক্ষক, সূত্রাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সূত্রাপুর, ঢাকা।	সদস্য-সচিব

২। এ বোর্ডের মনোনিত সদস্যদের মেয়াদকাল হবে এ আদেশ জারির তারিখ হতে ২(দুই) বছর।

৩। জনস্বার্থে এ প্রজ্ঞাপন জারি করা হ'ল এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আব্দুল মান্নান
যুগ্মসচিব।

সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
শৃংখলা শাখা-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৫ বৈশাখ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/০৮ মে ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নং **৫৮.০০.০০০০.০৭৬.০১.০০১.১৭-১৭**—যেহেতু, জনাব আবু ফাতাহ্ জেল সুপার, পিরোজপুর, জেলা কারাগার, পিরোজপুর, টাঙ্গাইল জেলা কারাগারের জেল সুপার হিসেবে কর্মরত থাকাকালে কোন নিয়মনীতি অনুসরণ না করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে অবৈধভাবে কারাগারের ভিতর ও বাইরের পুরনো মেহগনি, কাঁঠাল ও অন্যান্য ৬০/৭০টি গাছ কেটে ব্যক্তিগত আসবাবপত্র তৈরী করা, গভীর রাতে বন্ধুবান্ধব নিয়ে কখনো অফিসে কখনো কারাগারের বাইরে পুকুরপাড়ে সেন্ট্রি পোস্টে বসে বহিরাগত নেশাগ্রস্থ লোকদের সঙ্গে নেশা করা, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর মাটি কাটা ও পুকুর খননের টাকা আত্মসাৎ করা, কাবিখা কর্মসূচি বাস্তবায়নে কারাগারের অন্য কর্মকর্তাকে সম্পৃক্ত না করা, তাঁর অসতর্কতায় একজন বন্দীর পলায়ন, আয়ের সাথে সংগতি হীন অর্থ দ্বারা জমি ক্রয়, কারাবন্দীদের মধ্যে মাদকদ্রব্য সরবরাহ, বদলীকৃত কর্মস্থলে যোগদান না করা ইত্যাদি কারণে তাঁর বিরুদ্ধে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ২৬ ফেব্রুয়ারী ২০১৫ খ্রিঃ তারিখের কারা-১ শাখার ৪৪.০০.০০০০.০২৩.০১.০২৩.২০০৮-৬৮ নং স্মারকে ১৯৮৫ সালের সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালায় ৩(বি) (সি) এবং (ডি) ধারা অনুযায়ী অসদাচরণ, ডিজারশন ও দূর্নীতিপরায়নতার অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, জনাব আবু ফাতাহ্ গত ২৪-০৩-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করতঃ ব্যক্তিগত শুনানী প্রদানসহ ও অভিযোগ হতে অব্যাহতি চান;

যেহেতু, অভিযুক্তের দাখিলকৃত জবাব গ্রহণযোগ্য বিবেচিত না হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন উপসচিব কর্তৃক তদন্ত করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা অভিযোগসমূহ তদন্তপূর্বক জনাব আবু ফাতাহ্ এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ ৩(বি)(সি) এবং (ডি) অনুযায়ী অভিযোগসমূহ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামতসহ প্রতিবেদন দাখিল করেন।

যেহেতু, জনাব আবু ফাতাহ্ এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার অভিযোগসমূহ তদন্তে সন্দোহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে গুরুদন্ড প্রদানের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক ২য় কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ২য় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করে অব্যাহতি চান;

যেহেতু, ২য় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাবে তিনি যে সকল বক্তব্য ও যুক্তি প্রদর্শন করেছেন তা সন্তোষজনক ও গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি।

যেহেতু, জনাব আবু ফাতাহ্ এর বিরুদ্ধে ১৯৮৫ সালের সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালার ৩(বি) (সি) এবং (ডি) ধারা মোতাবেক অসদাচরণ, ডিজারশন এবং দূর্নীতিপরায়নতার অভিযোগে দোষী সাব্যস্তপূর্বক তাঁকে গুরুদণ্ড তথা নিম্নপদে বা নিম্ন টাইমস্কেলে অবনমিত করণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়;

সেহেতু, এক্ষণে, জনাব আবু ফাতাহ্, জেল সুপার, পিরোজপুর, জেলা কারাগার, পিরোজপুর (সাবেক জেল সুপার, জেলা কারাগার, টাঙ্গাইল) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালার ৩(বি)(সি) এবং (ডি) বিধিমতে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় আনীত অসদাচরণ, ডিজারশন এবং দূর্নীতিপরায়নতার অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে উক্ত অভিযোগসমূহের দায়ে দোষী সাব্যস্ত করতঃ একই বিধিমালার ৪(৩)(এ) বিধিমতে এ প্রজ্ঞাপনে জারীর তারিখ হতে তাঁর বর্তমান পদ জেল সুপার হতে জেলার পদে অবনমিত করার গুরুদন্ড প্রদান করা হল। তিনি এ অবনমিত পদের প্রারম্ভিক জাতীয় বেতন স্কেল নবম গ্রেড অর্থাৎ ২২,০০০—৫৩,০৬০ টাকা প্রাপ্য হবেন।

ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী
সচিব।

শৃংখলা-২ শাখা

আদেশ

তারিখ : ২০ বৈশাখ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/০৩ মে ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নং **৫৮.০০.০০০০.০৭৭.০১.০০২.২০১৭-১৪**—যেহেতু, জনাব মধুসূদন সরকার বর্তমানে সহকারী পরিচালক, বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, কিশোরগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের সহকারী পরিচালক পদে কর্মরত থাকাকালে তাঁর বিরুদ্ধে পাসপোর্ট সংক্রান্ত বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির তথ্য পাওয়া যায়;

যেহেতু, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন উপসচিব কর্তৃক উক্ত অভিযোগসমূহ তদন্ত করা হলে তদন্তে অভিযোগসমূহ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়;

যেহেতু, প্রাথমিকভাবে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে কারণ দর্শানো হয় এবং তিনি কারণ দর্শানোর জবাব দেন;

যেহেতু, কারণ দর্শানোর জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় গত ২৯-০৫-২০১৬ খ্রি: তারিখে জনাব মধুসূদন সরকার এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত বিভাগীয় মামলার কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করে ব্যক্তিগত শুনানী প্রার্থনা করলে গত ০৯-০৮-২০১৬ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত বক্তব্য ও দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনায় তা সন্তোষজনক প্রতীয়মান না হওয়ায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলার অভিযোগসমূহ তদন্তের জন্য একজন তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা তদন্তপূর্বক দাখিলকৃত প্রতিবেদনে জনাব মধুসূদন সরকার এর বিরুদ্ধে আনীত ১৯৮৫ সালের সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালায় ৩(বি) বিধি অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে প্রাপ্ত অভিযোগ, কারণ দর্শানো নোটিশ, ব্যক্তিগত শুনানী, তদন্তকারী কর্মকর্তার দাখিলকৃত প্রতিবেদন এবং এ বিভাগীয় মামলার সকল সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে সরকার জনাব মধুসুদন সরকার, সহকারী পরিচালক, আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, কিশোরগঞ্জ (সাবেক সহকারী পরিচালক, আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া)'কে ১৯৮৫ সালের সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালার ৩(বি) বিধি মোতাবেক অসদাচরণের অপরাধে দোষী সাব্যস্তপূর্বক একই বিধিমালার ৪(২) বিধি অনুযায়ী তাঁর বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি ০২ (দুই) বৎসরের জন্য স্থগিত রাখার লঘুদন্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

এক্ষণে, সেহেতু জনাব মধুসূদন সরকার বর্তমানে সহকারী পরিচালক, আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, কিশোরগঞ্জ (সাবেক সহকারী পরিচালক, আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, ব্রাহ্মনবাড়ীয়া)'কে এ বিভাগীয় মামলায় ১৯৮৫ সনের সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালার ৩(বি) বিধি অনুযায়ী অসদাচরণের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার ৪(২) (বি) বিধি মোতাবেক আদেশ জারির তারিখ হতে তাঁর বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি ০২ (দুই) বৎসরের জন্য স্থগিত রাখার লুঘু দন্ড প্রদান করা হলো।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

ফরিদ উদ্দিন আহম্মেদ চৌধুরী
সচিব।

জননিরাপত্তা বিভাগ
পুলিশ-১ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ১৩ বৈশাখ ১৪২৪/২৬ এপ্রিল ২০১৭

নং ৪৪.০০.০০০০.০৯৪.০২.০৪৩.১৬-৬১৪—যেহেতু, জনাব সঞ্জয় সরকার, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, সুনামগঞ্জ জেলায় কর্মরত আছেন। তিনি অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, টাঙ্গাইল হিসেবে কর্মরত থাকাকালে গত ১৫-০৯-২০১৫ তারিখে টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতীতে মোছাঃ সাহেরা বেগম ও তার ছেলে মোঃ আল আমিন-কে (মা ও ছেলেকে) লাঞ্ছিত করার ঘটনার সময় তিনি টাঙ্গাইল জেলার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ সুপার হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে কালিহাতী সাতুটিয়া গ্রামের লোকজন কর্তৃক দাখিলকৃত স্মারকলিপি উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কালিহাতী, টাঙ্গাইল এর মাধ্যমে এবং তিনি নিজেও প্রাপ্তির পর সকল ঘটনা পূর্ব হতে অবহিত হওয়া সত্ত্বেও ব্যক্তিগতভাবে ঘাটাইল ও কালিহাতী থানা এলাকায় উপস্থিত হয়ে আইন শৃংখলা পরিস্থিতি যাতে অবনতি না হয় সে লক্ষ্যে কালিহাতী এবং ঘাটাইল থানা এলাকায় কোন প্রকার গণসংযোগ কিংবা জনগণের সাথে মত বিনিময় করেননি। এমনকি গত ১৮-০৯-২০১৫ তারিখ ঘাটাইল ও কালিহাতী থানা এলাকায় ডিউটিরত পুলিশ সদস্যদেরকে ডিউটিতে মোতায়েনের পূর্বে তিনি নিজে অথবা অন্য কোন পুলিশ কর্মকর্তা দিয়ে পুলিশ সদস্যদের কোন প্রকার ব্রিফিং এবং সৃষ্ট ঘটনা প্রতিরোধের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। গত ১৮-০৯-২০১৫ তারিখের ঘটনা সংক্রান্তে ঘাটাইল ও কালিহাতী থানার অফিসার ইনচার্জদ্বয়ের কার্যকলাপের উপর তার নিয়ন্ত্রণের শিথিলতা পরিলক্ষিত হয়েছে। ঘাটাইল এবং কালিহাতী থানা এলাকায় মা ও ছেলেকে লাঞ্ছিত করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে জনগণের সাথে পুলিশের সৃষ্ট সংঘর্ষ প্রতিরোধের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। ফলে কালিহাতী এবং ঘাটাইল থানা এলাকায় ০৪ জন নিরীহ ব্যক্তি গুলিতে নিহত হন। এতে পুলিশের ভাবমূর্তি জনসম্মুখে চরমভাবে ক্ষুন্ন হয় এবং আইন শৃংখলা পরিস্থিতির চরম অবনতি হয়। তিনি তার নিয়ন্ত্রণাধীন পুলিশ সদস্যদের কার্যকলাপ তদারকিতে ব্যর্থ হওয়ায় পুলিশের সঙ্গে জনগণের অনাকাংখিত ঘটনা ঘটে। তার উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করলে অনাকাংখিত ঘটনা এড়ানো যেত। তিনি ভারপ্রাপ্ত পুলিশ সুপার, টাঙ্গাইল হিসেবে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। উল্লিখিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে তার বিরুদ্ধে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৪৪.০০.০০০০.০৯৪.০২.০৪৩.১৬-৬৬৪, তারিখ : ১৯-০৫-২০১৬ মূলে অভিযোগ বিবরণী ও অভিযোগনামা জারি করে অত্র মন্ত্রণালয়ের ০৪-০১-২০১৭ তারিখের ৪৪.০০.০০০০.০৯৪.০২.০৪৩.১৬-২৪ সংখ্যক আদেশমূলে জনাব আহসান হাবীব পলাশ, পুলিশ সুপার, পিবিআই, ঢাকা-কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৭(৪), ৭(১০) এবং ১০নং বিধির বিধান অনুসারে যথাযথভাবে তদন্ত করে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন; এবং

২। যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব সঞ্জয় সরকার এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি।

৩। সেহেতু, জনাব সঞ্জয় সরকার এর বিরুদ্ধে উক্ত বিধিমালার ৩(এ) ও ৩(বি) বিধানমতে আনীত অভিযোগসমূহের দায় হতে তাকে অব্যাহতি প্রদান করা হ'ল।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ : ২৬ বৈশাখ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/০৯ মে ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নং **৪৪.০০.০০০০.০৯৪.০২.০৬৩.১৫-৬৯৫**—যেহেতু জনাব আব্দুল কাদের, সহকারী পুলিশ সুপার, সহকারী পরিচালক, র‍্যাব-১৪, সিপিসি-৩, ভৈরব ক্যাম্প, কিশোরগঞ্জ বর্তমানে সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার (এসএএফ), খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা ইতোপূর্বে ৩ এপিবিএন খুলনায় কর্মরত থাকাকালীন গত ০২-০২-২০১৫ তারিখ তার নেতৃত্বে এসআই (নিঃ) মোঃ আনজির হোসেন ও সঙ্গীয় ০৬ জন কনষ্টেবলসহ যশোর কোতয়ালী থানাধীন রেলগেট চাচড়া রায়পাড়াস্থ জনৈকা ফিরোজার বাড়ী ঘেরাও দিয়ে রুমের মধ্য হতে ধৃত আসামী (০১) হিরা (৩০), ও (০২) শরিফুল ইসলাম (৩৫) এর নিকট হতে ১৩ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল এবং ১৫৫ ছোট-বড় গাজার পুরিয়া উদ্ধার করে এসআই (নিঃ)/মোঃ আনজির হোসেন সাক্ষীদের উপস্থিতিতে জব্দ তালিকা প্রস্তুতপূর্বক যশোর কোতয়ালী থানায় আসামীদেরকে মালামালসহ বুঝিয়ে দিয়ে ১৯৯০ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ১৯(১) এর টেবিলের ৩(ক) এবং ৭(ক) ধারায় মামলা নং-৮ তারিখ : ০২-০২-২০১৫ রুজু করেন। তিনি উক্ত টিমের অপারেশনাল অফিসার হিসেবে অভিযানে নেতৃত্ব দিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে এসআই (নিঃ) মোঃ আনজির হোসেনকে দিয়ে উদ্দেশ্য প্রনোদিত হয়ে আসামীদেরকে মামলার দায় হতে বাঁচানোর জন্য দায়সারাভাবে ত্রুটিপূর্ণ জব্দতালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। তিনি মাদক ব্যবসায়ী ফিরোজা (বেবী)'র নিকট হতে আসামীদেরকে ছেড়ে দেয়ার আশ্বাস দিয়ে ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ) হাজার টাকা উৎকোচ হিসেবে গ্রহণ করেন। উল্লিখিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি মোতাবেক অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলায় অফিযোগ বিবরণী ও অভিযোগনামা জারি করা হয়; এবং

২। যেহেতু তিনি লিখিত জবাব দাখিল করেন ও ব্যক্তিগত শুনানীতে হাজির হন। তিনি ব্যক্তিগত শুনানীতে হাজির হলে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়; এবং

৩। যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, তার লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত বক্তব্য, উপস্থাপিত কাগজপত্র, সরকার পক্ষের বক্তব্য, অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রাসংগিক বিষয়াদি, অভিযোগের গভীরতা ও সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনা করা হয়েছে। অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে। সার্বিক পর্যালোচনান্তে একজন নবীন কর্মকর্তা বিবেচনায় শুনানীর এই পর্যায়ে তাকে একটি লঘু দন্ড প্রদান যুক্তিযুক্ত হবে।

৪। সেহেতু সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনা করে জনাব আব্দুল কাদের, সহকারী পুলিশ সুপার, সহকারী পরিচালক, র‍্যাব-১৪, সিপিসি-৩, ভৈরব ক্যাম্প, কিশোরগঞ্জ বর্তমানে সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার (এসএএফ), খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা-কে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৭(২)(বি) বিধি অনুসারে একই বিধিমালার ৪(২)(এ) বিধি মোতাবেক লঘুদন্ড হিসেবে "তিরস্কার" দন্ড প্রদান করে অত্র মামলাটি নিস্পত্তি করা হলো।

৫। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৯৪.০২.০৬১.১৬-৬৯৬**—যেহেতু ডাঃ মোঃ রানা মাহফুজুল হক, ই.এম.ও, বিভাগীয় পুলিশ হাসপাতাল, রাজশাহী গত ০১-০৭-২০১৩ হতে ১৯-০৭-২০১৪ তারিখ পর্যন্ত ভারপ্রাপ্ত সুপারিনটেনডেন্ট হিসেবে বিভাগীয় পুলিশ হাসপাতাল, রাজশাহীতে কর্মরত থাকাকালীন মোঃ হাবিবুর রহমান, সিনিয়র স্টাফ নার্স, বিভাগীয় পুলিশ হাসপাতাল, রাজশাহীকে পুলিশ হাসপাতালের ঔষধ ভান্ডারের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। বর্ণিত সিনিয়র স্টাফ নার্স সরকারি ঔষধ রক্ষণাবেক্ষণ ও বিতরণের দায়িত্বে নিয়োজিত থেকে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে হাসপাতালের চিকিৎসক কর্তৃক সংশ্লিষ্ট পুলিশ সদস্যদের ব্যবস্থাপত্রে কোন ঔষধ না লিখলেও আত্মসাতের নিমিত্ত ঔষধ বিতরণ দেখিয়ে ভুয়াভাবে বিতরণ রেজিস্টারে রক্ষণাবেক্ষণ করতঃ সর্বমোট ৬,৮৫,৫৩৬/- (ছয় লক্ষ পচাঁশি হাজার পাঁচশত ছত্রিশ) টাকা আত্মসাৎ করেন। উক্ত হাসপাতালে কর্মরত কর্মকর্তা কর্মচারীদের সঠিকভাবে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের বিষয়সহ সকল প্রশাসনিক কর্মকান্ড তদারকি করা অভিযুক্তের দায়িত্ব। তদুপরি হাসপাতালে স্টোরকিপার পদে লোক থাকলেও তার আস্থাভাজন সিনিয়র স্টাফ নার্স মোঃ হাবিবুর রহমানকে ঔষধ ভান্ডারের দায়িত্বে রেখে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব তদারকীতে ব্যর্থ হয়েছেন। ফলে সরকারের ৬,৮৫,৫৩৬/- টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে। অভিযুক্তের দুর্বল ব্যবস্থাপনার কারণে সিনিয়র স্টাফ নার্স মোঃ হাবিবুর রহমান উল্লেখিত টাকার ঔষধ হাসপাতাল থেকে সরানো ও ভুয়াভাবে বিতরণের সুযোগ পেয়েছে। উক্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(এ) ও ৩(বি) বিধি মোতাবেক অদক্ষতা এবং অসদাচরণের অভিযোগে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলায় অভিযোগ বিবরণী ও অভিযোগনামা জারি করা হয়; এবং

২। যেহেতু তিনি লিখিত জবাব দাখিল করেন ও ব্যক্তিগত শুনানীতে হাজির হন। তিনি ব্যক্তিগত শুনানীতে হাজির হলে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়; এবং

৩। যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, তার লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত বক্তব্য, উপস্থাপিত কাগজপত্র, সরকার পক্ষের বক্তব্য, অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রাসংগিক বিষয়াদি, অভিযোগের গভীরতা ও সার্বিক অবস্থা পর্যলোচনা করা হয়েছে। অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে। সার্বিক পর্যালোচনান্তে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ লঘু প্রকৃতির বিবেচনায় শুনানীর এই পর্যায়ে তাকে একটি লঘু দন্ড প্রদান যুক্তিযুক্ত হবে।

৪। সেহেতু সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনা করে ডাঃ মোঃ রানা মাহফুজুল হক, এ.এম.ও, বিভাগীয় পুলিশ হাসপাতাল, রাজশাহী-কে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৭(২)(বি) বিধি অনুসারে একই বিধিমালার ৪(২)(ই) বিধি মোতাবেক লঘুদন্ড হিসেবে "টাইম স্কেলের নিম্নস্তরে নামিয়ে দেয়ার" দন্ড প্রদান করা হলো।

৫। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৯৪.০২.০৬০.১৬-৬৯৭—যেহেতু, ডাঃ মোহাম্মদ হুমায়ুন কবীর, সুপারিনটেনডেন্ট হিসেবে বিভাগীয় পুলিশ হাসপাতাল, রাজশাহীতে কর্মরত থাকাকালীন মোঃ হাবিবুর রহমান সিনিয়র স্টাফ নার্স বিভাগীয় পুলিশ হাসপাতাল, রাজশাহীকে পুলিশ হাসপাতালের ঔষধ ভান্ডারের দায়িত্ব প্রদান করেন। উক্ত সিনিয়র স্টাফ নার্স সরকারি ঔষধ রক্ষণাবেক্ষণ ও বিতরণের দায়িত্বে নিয়োজিত থেকে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে হাসপাতালের চিকিৎসক কর্তৃক সংশ্লিষ্ট পুলিশ সদস্যদের ব্যবস্থাপত্রে কোন ঔষধ না লিখলেও আত্মসাতের নিমিত্ত ঔষধ বিতরণ দেখিয়ে ভূয়াভাবে বিতরণ রেজিস্টারে রক্ষণাবেক্ষণ করতঃ সর্বমোট ৬,৮৫,৫৩৬/- (ছয় লক্ষ পঁচাশি হাজার পাঁচশত ছত্রিশ) টাকা আত্মসাৎ করেন। অভিযুক্ত রাজশাহী বিভাগীয় পুলিশ হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট হিসেবে হাসপাতালে কর্মরত কর্মকর্তা কর্মচারীদের সঠিকভাবে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের বিষয়সহ সকল প্রশাসনিক কর্মকান্ড তদারকি করা তার দায়িত্ব। তদুপরি, হাসপাতালে স্টোরকিপার পদে লোক থাকলেও তার আশীর্বাদপুষ্ট সিনিয়র স্টাফ নার্স মোঃ হাবিবুর রহমানকে ঔষধ ভান্ডারের দায়িত্বে রেখে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব তদারকীতে ব্যর্থ হয়েছেন। অভিযুক্তের দুর্বল ব্যবস্থাপনার কারণে সিনিয়র স্টাফ নার্স মোঃ হাবিবুর রহমান উল্লেখিত টাকার ঔষধ হাসপাতাল থেকে সরানো ও ভূয়াভাবে বিতরণের সুযোগ পেয়েছে। তার এহেন তদারকীর অভাব হেতু সিনিয়র স্টাফ নার্স কর্তৃক ঔষধ আত্মসাতের পথ সুগম হয়েছে। উক্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(এ) ও ৩(বি) বিধি মোতাবেক অদক্ষতা এবং অসদাচরণের অভিযোগে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলায় অভিযোগ বিবরণী ও অভিযোগনামা জারি করা হয়; এবং

২। যেহেতু, তিনি লিখিত জবাব দাখিল করেন ও ব্যক্তিগত শুনানীতে হাজির হন। তিনি ব্যক্তিগত শুনানীতে হাজির বলে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়; এবং

৩। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, তার লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত বক্তব্য, উপস্থাপিত কাগজপত্র, সরকার পক্ষের বক্তব্য, অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রাসংগিক বিষয়াদি, অভিযোগের গভীরতা ও সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনা করা হয়েছে। অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে। সার্বিক পর্যালোচনান্তে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ লঘু প্রকৃতির বিবেচনায় শুনানীর এই পর্যায়ে তাকে একটি লঘু দণ্ড প্রদান যুক্তিযুক্ত হবে।

৪। সেহেতু, সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনা করে ডাঃ মোহাম্মদ হুমায়ুন কবীর, সুপারিনটেনডেন্ট, বিভাগীয় পুলিশ হাসপাতাল, রাজশাহী-কে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৭(২)(বি) বিধি অনুসারে একই বিধিমালার ৪(২)(ই) বিধি মোতাবেক লঘুদণ্ড হিসেবে 'টাইম স্কেলের নিম্নস্তরে নামিয়ে দেয়ার' দণ্ড প্রদান করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. কামাল উদ্দিন আহ্‌মেদ
সচিব।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৫ বৈশাখ ১৪২৪/০৮ মে ২০১৭

নং ৪৪.০০.০০০০.০৯৪.০২.০১৯.১৭-৬৭৪—যেহেতু, জনাব মোঃ রুহুল আমিন সরকার, এম. ফিল, বিপি-৮৩১৩১৫৯৪৮২, সহকারী পুলিশ কমিশনার, ডিএমপি, ঢাকা এর বিরুদ্ধে ডিএমপি হেডকোয়ার্টার্স আদেশ নং-১০/২০১৭, তারিখ: ১৯-০৪-২০১৭ এর স্মারক নং-ডিএমপি (সঃদঃ)/প্রশাসন/আদেশ/১২২-২০১৭/১৬৫৫/১(৭) মূলে গঠিত কমিটির সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে তাকে চাকরি হতে এতদ্বারা সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো। সাময়িক বরখাস্তকালিন সময়ে তিনি পুলিশ অধিদপ্তরে সংযুক্ত থাকবেন।

২। বাংলাদেশ সার্ভিস রুল (বি.এস.আর) পার্ট-১, বিধি-৭১ মোতাবেক সাময়িক বরখাস্তকালীন তিনি খোরাকী ভাতা প্রাপ্য হবেন।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

ড. কামাল উদ্দিন আহ্‌মেদ
সচিব।

আইন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ১৯ বৈশাখ, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/০২ মে, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০৬.১৭-২০৭—বগুড়া জেলার বগুড়া সদর থানা মামলা নং-৩৮, তারিখ-১০-০৬-২০১৬ খ্রি: ধারা-সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী/২০১৩) এর ৬(২)(ঈ)/১২ এ বগুড়া থানাধীন খোকন পার্কে "বন্ধু ফান্ড বায়তুল মাল" ব্যানারে গত ১০-০৬-২০১৬ খ্রি: তারিখ গোপন বৈঠক চলছে। এরূপ সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ উক্ত স্থানে উপস্থিত হয়। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালানোর সময় এজাহারনামীয় আসামীদের আটক করা হয়। তাঁদের দেয়া তথ্যমতে আসামী মোঃ সাদ্দাম হোসেন (২৬), পিতা-মোঃ নাজমুল হক এর শয়ন কক্ষ হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত বিভিন্ন ধরনের জিহাদী বই, ধারালো হাসুয়া ও ছোরা ইত্যাদি পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সরকার বিরোধী তথা রাষ্ট্র বিরোধী জিহাদী বই প্রচারণাসহ নাশকতার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি ধ্বংস করার অপরাধে জড়িত। তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটির অভিযোগ বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারামতে সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্বারা জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০১০.১৭-২১৫—বগুড়া জেলার গাবতলী মডেল থানার মামলা নং-১২, তারিখ-১২-০৬-২০১৬ খ্রি: ধারা-সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী/২০১৩) এর ৬(২)(ঈ)/১২ এ গত ১২-০৬-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে গাবতলী থানাধীন গোলাবাড়ী বাজারস্থ আল-মাদ্রাসাতুল মুসলিম কওমী মাদ্রাসায় জেএমবি সংগঠনের ১০/১২ জন জঙ্গী সদস্য গোপন বৈঠক করছে এরূপ সংবাদের ভিত্তিতে উক্ত স্থানে পুলিশ উপস্থিত হয়। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালানোর সময় মোঃ আহাসান হাবিব @ জামাত আলী (৩৬), পিতা-মৃত আব্দুল হামিদকে আটক করা হয়। তার দেয়া তথ্যমতে মাদ্রাসার অফিস কক্ষ হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত বিভিন্ন ধরনের জিহাদী বই ইত্যাদি পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা জেএমবি সংগঠনের সক্রিয় সদস্য। তারা সরকার বিরোধী প্রচারণা, সন্ত্রাসী কর্মকান্ড ও নাশকতার পরিকল্পনা করার অপরাধে জড়িত। তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটির অভিযোগ বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারামতে সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্বারা জ্ঞাপন করা হলো।

তারিখ: ৩১ বৈশাখ, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/১৪ মে, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০১.১৪(অংশ-১)-২৪৩—কোতোয়ালী মডেল থানার মামলা নং-১০২, তারিখ-২৬-১০-২০১৫ খ্রি: (ধারা-সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী/২০১৩) এর ৭/১০/১১ এ গত ২৬-১০-২০১৫ খ্রি: তারিখে কোতোয়ালী থানাধীন জনৈক ডা. এম এ জামান, চর্ম রোগ বিশেষজ্ঞ, কিশোরগঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ২য় তলা বিল্ডিং ঘরে ২০/৩০ জন দুস্কৃতিকারী সরকার বিরোধী গোপন বৈঠক করছে এরূপ সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ উক্ত স্থানে উপস্থিত হয়। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালানোর সময় আসামী মোঃ গোলাম কবীর (২৭), পিতা-আফাজ উদ্দিনসহ ০৫ (পাঁচ) জনকে আটক করা হয়। তাদের দেয়া তথ্যমতে উক্ত বিল্ডিং এর নিচ তলায় দুটি কক্ষে তল্লাশী করে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত বিভিন্ন ধরনের জিহাদী বই ইত্যাদি পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা জেএমবি সংগঠনের সক্রিয় সদস্য। আসামীগণ ষড়যন্ত্রমূলকভাবে সরকার বিরোধী কর্মকান্ড গতিশীল এবং উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে অপরাধ সংগঠনের ষড়যন্ত্র করে সন্ত্রাসী কার্য পরিচালনা করার অপরাধে জড়িত। তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটির বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)] এর ৪০(২) ধারামতে এতদ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০৭.১৭-২৪৫—শেরপুর সদর থানার মামলা নং-২৯, তারিখ-১৩-০৬-২০১৬ খ্রি: (ধারা-সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী/২০১৩) এর ১০/১১) এ গত ১২-০৬-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে শেরপুর থানাধীন মাধবপুর সাকিনস্থ জনৈক ইঞ্জিনিয়ার মাহমুদ দেলুয়ার হাসান ডিপটি এর পানিকুঞ্জ বাসার ভাড়াটিয়া মোছাঃ জান্নাতুন নাছরিন এর শয়ন কক্ষে কতিপয় লোকজন ষড়যন্ত্রমূলক গোপন বৈঠক করছে এরূপ সংবাদের ভিত্তিতে উক্ত স্থানে পুলিশ উপস্থিত হয়। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালানোর সময় আসামী মোছাঃ জান্নাতুন নাছরিন (৪৫), স্বামী-মোঃ আমিনুল ইসলাম ও মোঃ আজহারুল ইসলাম (২০), পিতা-মোঃ আনছার আলীকে আটক করা হয়। তাদের দেয়া তথ্যমতে শয়ন কক্ষ হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত বিভিন্ন ধরনের জিহাদী বই ইত্যাদি পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা জেএমবি সংগঠনের সক্রিয় সদস্য। তারা ষড়যন্ত্রমূলকভাবে সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের মাধ্যমে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতি ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের প্ররোচিত করার অপরাধে জড়িত। তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটির অভিযোগ বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারামতে এতদ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০১৩.১৭-২৪৬—জীবননগর থানার মামলা নং-০৪, তারিখ-০৪-১২-২০১৩ খ্রি: (ধারা-১৯৫২ সালের পাসপোর্ট (অপরাধ) আইনের ৩(চ)(ছ)) এ গত ০৪-১২-২০১৩ খ্রি: তারিখে জীবননগর বাজারস্থ মোঃ আঃ মজিদ এর বসত বাড়ীর নীচ তলায় অফিসে একজন লোক অনেকগুলো পাসপোর্ট অবৈধভাবে নিজ হেফাজতে রেখেছে এরূপ সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ উক্ত স্থানে উপস্থিত হয়। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালানোর সময় আসামী মোঃ লিটন হোসেন (২৩), পিতা-মোঃ আরমান মন্ডল এর নিকট থেকে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত সবুজ রংয়ের ৪৩ (তেতাল্লিশ) টি পাসপোর্ট ইত্যাদি পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামী মোঃ লিটন হোসেন (২৩), অবৈধভাবে নিজ হেফাজতে বিভিন্ন লোকের নামীয় মোট ৪৩ (তেতাল্লিশ)টি পাসপোর্ট রাখার অপরাধ করেছে। তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটির অভিযোগ বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে পাসপোর্ট (অপরাধ) আইন, ১৯৫২ এর ৩(২) ধারামতে এতদ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

তারিখ: ০১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/১৫ মে, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০১.১৭-২৫৪—খিলগাঁও থানার মামলা নং-১২(০৬)১৬, তারিখ-০৭-০৬-২০১৬ খ্রি: (ধারা-সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী/২০১৩) এর ১০) এ গত ০৭-০৬-২০১৬ খ্রি: তারিখে খিলগাঁও থানাধীন, দক্ষিণ বনশ্রীস্থ ই-ব্লক, রোড নং-৮, বাসা নং-৮ এর নির্মাণাধীন বিল্ডিং এর নিচ তলায় সরকার বিরোধী গোপন বৈঠক করছে এরূপ সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ উক্ত স্থানে উপস্থিত হয়। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালানোর সময় আসামী মোঃ আবুল খায়ের (২৬), পিতা-মৃত আবুল হাসেমসহ ০৩ (তিন) জনকে আটক করা হয়। তাদের কাছ হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত বিভিন্ন ধরনের জিহাদী বই ও লিফলেট ইত্যাদি পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা জেএমবি সংগঠনের সক্রিয় সদস্য। তারা ষড়যন্ত্রমূলকভাবে সরকার বিরোধী বিভিন্ন লিফলেট ও বই বতিরণের মাধ্যমে সংগঠনকে সহায়তা করার অপরাধে জড়িত। তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটির অভিযোগ বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারামতে এতদ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০১.১৭-২৫৫—খিলগাঁও থানার মামলা নং-৪৫(০৫)১৬, তারিখ-২২-০৫-২০১৬ খ্রি: (ধারা-সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী/২০১৩) এর ১০) এ গত ২১-০৫-২০১৬ খ্রি: তারিখে খিলগাঁও থানাধীন, দক্ষিণ বনশ্রীস্থ মসজিদ মার্কেটের পিছনে বাসা নং-৫৫, ব্লক নং-জি ভবনের ৩য় তলায় সরকার বিরোধী গোপন বৈঠক করছে এরূপ সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ উক্ত স্থানে উপস্থিত হয়। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালানোর সময় আসামী মোছাঃ জাহানারা শাহিন আক্তার (৫২), স্বামী-মোঃ ইকবাল হোসেনসহ ০৯ (নয়) জনকে আটক করা হয়। তাদের দেয়া তথ্যমতে বাসার বিভিন্ন কক্ষ হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত-বিভিন্ন ধরনের জিহাদী বই ইত্যাদি পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা জেএমবি সংগঠনের সক্রিয় সদস্য। তারা ষড়যন্ত্রমূলকভাবে সরকার বিরোধী বিভিন্ন লিফলেট ও বই বতিরণের মাধ্যমে সংগঠনকে সহায়তা করার অপরাধে জড়িত। তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটির অভিযোগ বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারামতে এতদ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

তাহ্‌মিনা বেগম
উপসচিব।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
অধিশাখা-১০ (মাধ্যমিক-১)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/১৪ জুন ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নং ৩৭.০০.০০০০.০৭১.০১১.০০৩.২০১৫-৫৮৫—সুনামগঞ্জ জেলার জামালগঞ্জ উপজেলাধীন জামালগঞ্জ মডেল উচ্চ বিদ্যালয়টি ১৪ জুন ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ/৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ তারিখ হতে সরকারিকরণ করা হলো।

২। এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে কর্মরত কোন শিক্ষক অন্যত্র বদলি হতে পারবেন না।

৩। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবু আলী মোঃ সাজ্জাদ হোসেন
উপসচিব।